KARAMAT E SHER E KHUDA

হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কারামত

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর
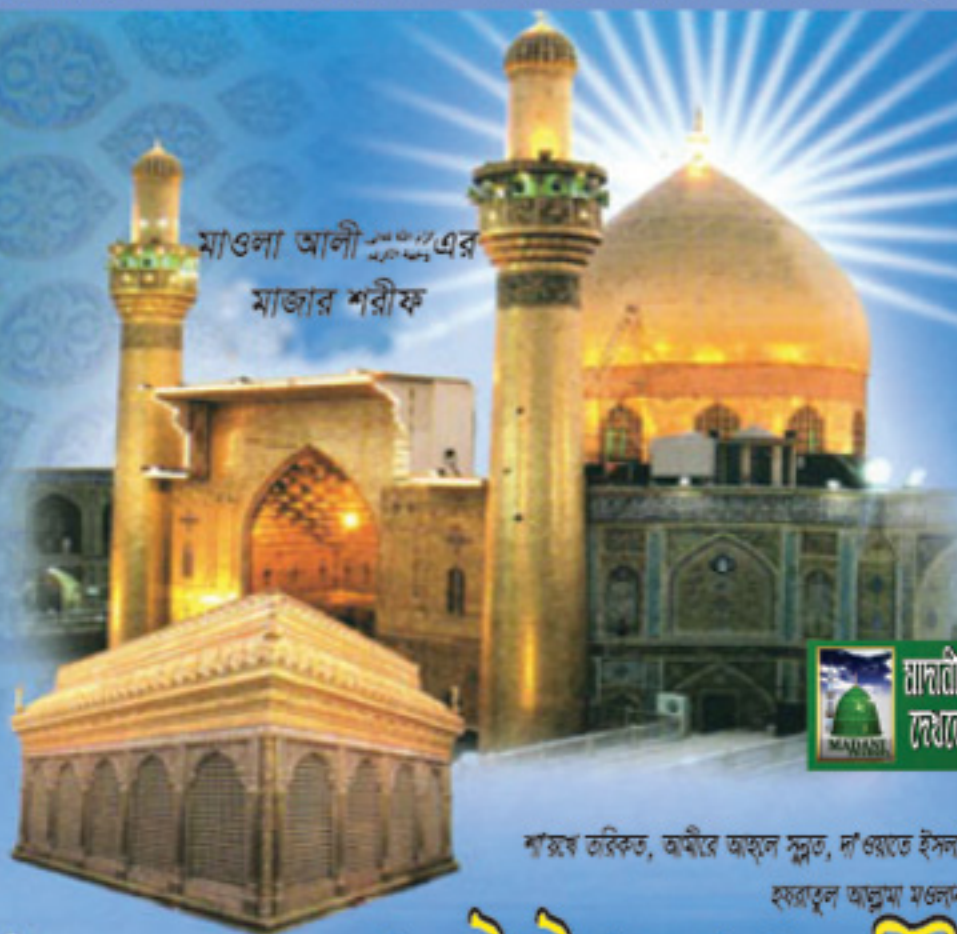
শাঁয়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা
হযরতুল আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী
دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

مکتبۃ المدینہ
(دعوت اسلامی)
MC 1286

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু’আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু’আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দু’আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতরাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক, পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
✷দরুদ শরীফের ফযীলত	৪	✷প্রিয় নবী ﷺ এর দান সমূহ	৩১
✷কাটা হাত জুড়ে দিলেন	৫	✷খায়বার বিজয়ীর কি চমৎকার শান!	৩১
✷কারামতের পরিচয়	৬	✷হযরত আলীর শক্তির এক ঝলক	৩২
✷সমূদ্রের তুফান দুর হয়ে গেল	৭	✷হযরত আলীর মত কোন বাহাদুর নেই	৩৩
✷ঝর্ণা উপচে পড়ল	৮	✷প্রিয় নবী ﷺ এর থুথু মোবারক ও দোয়ার বরকত সমূহ	৩৩
✷প্যারালাইসিস রোগী ভাল হয়ে গেল	১০	✷মওলা আলীর ইখলাছ	৩৪
✷সন্তানদের সাথে ভাল আচরণের প্রতিদান	১১	✷৩০ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেছেন	৩৫
✷নাম ও উপাধি সমূহ	১৩	✷তুমি আমার থেকে	৩৬
✷হযরত আলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৩	✷তুমি আমার ভাই	৩৬
✷كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলা ও লিখার কারণ–	১৫	✷হযরত আলী এর নবী প্রেম	৩৭
✷"আবু তুরাব" উপনাম কখন এবং কিভাবে লাভ হল	১৬	✷হযরত আলীর খোদা প্রদত্ত গুণাবলী	৩৮
✷মুহুর্তের মধ্যে কুরআন খতম করে নিতেন	১৭	✷মাওলা আলী মু'মিনদের 'অভিভাবক'	৪০
✷আমাদের দান করার ধরণ	১৮	✷এখানে অভিভাবক বলতে কী উদ্দেশ্য?	৪০
✷হযরত আলীর কুরআনের জ্ঞান	১৯	✷'ইয়া আলী মদদ' বলার যুক্তিকতা জানার জন্যে ...	৪১
✷সূরা ফাতিহার তাফসীর	২০	✷হযরত আলীর পরিবারবর্গের ফযীলত	৪২
✷জ্ঞান ও হিকমতের শহরের দরজা	২০	✷তোমাদের দাড়ি রক্তে লাল করে দেবে	৪৩
✷প্রিয় নবী ﷺ এর পবিত্র জবানে হযরত আলীর মর্যাদা	২১	✷তিন সাহাবীর ব্যাপারে তিন খারেজীর ষড়যন্ত্র	৪৪
✷হযরত আলীর প্রতি শক্রতা	২১	✷রূপক প্রেম ইবনে মুলজামের দূর্ভাগ্যের কারণ হল	৪৫
✷হযরত আলীর তিনটি ফযীলত	২২	✷শাহাদাতের রাত	৪৫
✷সাহাবীদের মর্যাদার ধারাবাহিকতা	২৩	✷হত্যা মূলক আক্রমন	৪৬
✷আশারায়ে মুবাশ্‌শারাদের পবিত্র নাম	২৪	✷ইবনে মুলজাম এর লাশের টুকরোকে আগুনে ছাই করা হল	৪৬
✷খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা	২৫	✷মওলা আলীর হত্যাকারীর হৃদয় কাঁপানো ঘটনা	৪৭
✷হযরত আলীর মুহাব্বতের চাহিদা	২৫		
✷হযরত আলীর যিয়ারত করা ইবাদত	২৮		
✷মৃতদের সাথে কথাবার্তা	২৮		
✷শিক্ষণীয় মাদানী ফুল	৩০		

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
✷কুপ্রবৃত্তির অনুসরনের ভয়ানক পরিণতি	৪৮	✷নবীগণের এবং ওলীগণের জীবনের মাঝে পার্থক্য	৭১
✷সাহাবায়ে কিরামদের মর্যাদা	৪৯	✷মৃতের সাহায্য শক্তিশালী হয়ে থাকে	৭২
✷মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন	৫১	✷আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া নিয়ে শাফেঈ মুফতীর ফতোয়া	৭২
✷ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে তওবা	৫১	✷মৃত যুবকটি মুচকি হেসে বলল ...	৭৩
✷আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর	৫৩	✷আল্লাহর তায়ালার প্রত্যেক প্রিয় বান্দা জীবিত	৭৩
✷হযরত আলীকে মুশকিল কোশা বলা কেমন?	৫৪	✷'ইয়া আলী মদদ' বলার প্রমাণ	৭৫
✷'মওলা আলী' বলা কেমন?	৫৫	✷'ইয়া আলী' বলা যদি শিরক হয় তবে...	৭৬
✷'মওলা আলী' এর অর্থ	৫৬	✷'ইয়া গাউছ' বলার প্রমাণ	৭৭
✷মুফাসসিরীনদের মতে 'মওলা'র অর্থ	৫৬	✷গাউছে পাকের ঈমান তাজাকারী তিনটি বাণী	৭৮
✷আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে হাদীসে পাকে উৎসাহ	৬১	✷জান্নাতী হুরদের বিভিন্ন ভাষা বুঝার ক্ষমতা	৭৯
✷অন্ধের চোখ মিলে গেল	৬১	✷আল্লাহ্ যখন সাহায্যকারী, অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন কি?	৮২
✷'ইয়া রাসূলাল্লাহ' সম্পন্ন দোয়ার বরকতে কাজ হয়ে গেল	৬৩	✷মানুষ অন্য কারো সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না	৮৪
✷ওফাতের পর নবী করীম ﷺ সাহায্য করলেন	৬৩	✷৫০ এর স্থলে ৫ ওয়াক্ত নামায কীভাবে হল?	৮৫
✷হে আল্লাহর বান্দারা আমাকে সাহায্য করুন	৬৪	✷জান্নাতেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা	৮৬
✷বনে জন্তু পালিয়ে গেলে ...	৬৬	✷আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কি কখনো ওয়াজিবও হয়?	৮৭
✷শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের বাহনটি যখন পালিয়ে গেল!	৬৬	✷যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব	৮৭
✷'আল্লাহর বান্দারা' বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে?	৬৭	✷যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করা ওয়াজিব	৮৮
✷মৃতদের কাছে সাহায্য কেন চাইবেন?	৬৭	✷মূর্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক	৯২
✷আম্বিয়ায়ে কেরামগণ জীবিত	৬৮	✷শিরকের সংজ্ঞা	৯২
✷হযরত সায়্যিদুনা মুসা আপন মাজারে নামায পড়ছিলেন	৬৯		
✷আল্লাহর ওলীরা জীবিত	৬৯		

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কারামত

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও এ রিসালা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াব ও জ্ঞানের সাথে সাথে হযরত শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বাসের আগ্রহ অন্তরে বৃদ্ধি পাওয়া অনুভব করবেন ।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মাওলা আলী খালি হাতের তালুতে ফুক দিলেন

একদা কোন ভিখারী কাফিরদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইল, তারা ঠাট্টা করে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট পাঠাল । তখন তিনি তাদের সামনে ছিলেন, সে হাজির হয়ে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিল, হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم দশ বার দরুদ শরীফ পড়ে তার হাতের তালুর উপর ফুক দিলেন এবং ইরশাদ করলেন:- মুষ্ঠি বন্ধ করে নাও আর যে লোকেরা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খুলে দাও । (কাফিররা হাসছিল যে, শুধু ফুক দেওয়াতে কি হয় ।) কিন্তু যখন ভিখারী তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুলল, তখন তাতে এক দিনার ছিল । এই কারামত দেখে কয়েকজন কাফির মুসলমান হয়ে গেল ।

(রাহাতুল কুলুব-পৃষ্ঠা নং -১৪২)

বির্দ জিছ নে কিয়া দরুদ শরীফ ওরর দিল ছে পড়া দরুদ শরীফ
হাজতি সব রাওয়া হুয়ী উছ কি হে আজব কিমিয়া দরুদ শরীফ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এক 'কীরাত' সাওয়াব লিখে দেন, আর 'কীরাত' উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ।" (আব্দুর রাজ্জাক)

কাটা হাত জুড়ে দিলেন

এক হাবশী, যে আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে অত্যধিক ভালবাসতেন। দূর্ভাগ্যক্রমে সে একবার চুরি করল। লোকেরা তাকে পাকড়াও করে খলিফার দরবারে পেশ করে দিল এবং গোলামটি তার চুরির কথা স্বীকার করল। হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم শরীয়তের হুকুম পালনার্থে তার হাত কেটে দিলেন। যখন সে আপন ঘরের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন পথিমধ্যে হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه ও ইবনুল কাওয়া رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ইবনুল কাওয়া তাকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার হাত কে কেটেছে? গোলাম উত্তর দিল, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم। ইবনুল কাওয়া আশ্চর্য্য হয়ে বললেন: উনি তোমার হাত কেটে দিয়েছে এরপরও তুমি এত সম্মানের সাথে তার নাম নিচ্ছ? গোলাম বলল: আমি কেন তার প্রশংসা করবনা! তিনি ন্যায় বিচার করে আমার হাত কেটেছেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه তাদের উভয়ের কথা শুনলেন এবং হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه এর নিকট তা আলোচনা করলেন। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه ঐ গোলামকে ডেকে আনালেন এবং তার কাটা হাত কব্জির সাথে লাগিয়ে রুমাল দ্বারা ঢেকে দিলেন, অত:পর কিছু পড়তে লাগলেন, এরমধ্যে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল: "কাপড় সরাও"। যখন লোকেরা কাপড় সরালো, দেখা গেল গোলামের কাটা হাত কব্জির সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেল যে কোথাও কাটার দাগ ও ছিলনা! (তাফসীরে কবীর.খন্ড-৭,পৃষ্ঠা-৪৩৪)

আয় শবে হিজরত বজায়ে মুস্তফা বর রখতে খোওয়াব
আয় দমে শিদ্দত ফিদায়ে মুস্তফা ইমদাদ কুন (হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আ'লা হযরতের শেরের ব্যাখ্যা: হে হিজরতের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিছানায় শয়নকারী! কঠিন মুহুর্তে **শাহিনশাহে মদীনা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রাণ উৎসর্গকারী ! আমাকে সাহায্য করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কারামতের পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم **আল্লাহর** অসীম দয়ায় কিভাবে আপন গোলামের কাটা হাত জোড়া দিয়ে দিলেন! নিশ্চয় সমস্ত জাহানের প্রতিপালক আপন মকবুল বান্দাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা দিয়ে ধন্য করেন এবং তাদের থেকে এমন কিছু বিষয়ের বহি:প্রকাশ ঘটে যা মানুষের বিবেক বুঝতে অক্ষম হয়। অনেক সময় শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে কতিপয় লোক কারামতকে নিজের বিবেক দ্বারা বিচার করতে থাকে এভাবে তারা গোমরাহীর স্বীকার হয়। মনে রাখবেন! কারামত বলা হয় ঐ সমস্ত অস্বাভাবিক কর্মকান্ডকে যা স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব অর্থাৎ বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা যা সংগঠিত হওয়া অসম্ভব। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বাহারে শরীয়ত'** ১ম খন্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'জমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নবীগণের **নবুয়ত প্রকাশের** পূর্বে এমন বিষয় প্রকাশিত হলে এটাকে **ইরহায** বলে, **নবুয়ত প্রকাশের** পর সংগঠিত হলে সেটাকে **মু'জিজা** বলে,যদি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

সাধারণ মু'মিন থেকে এরূপ সংগঠিত হয় তবে সেটাকে **মাউনাত** বলে, আর কোন **আল্লাহর** ওলীর দ্বারা সংগঠিত হলে সেটাকে **কারামত** বলে। এছাড়া কোন কাফির বা ফাসিক থেকে এরূপ স্বভাব বিরুদ্ধ কিছু সংগঠিত হলে সেটাকে **ইসতিদ্‌রাজ** বলে।

(বাহারে শরীয়ত খন্ড-১,পৃষ্ঠা-৫৮ সংক্ষেপিত)

আক্‌ল কো তানকিদ্ ছে ফুরচত্ নেহী ইশ্‌ক পর আমাল কি বুনিয়াদ রাখ্।

সমুদ্রের তুফান দুর হয়ে গেল

একবার ফোরাত নদীতে এমন ভয়ঙ্কর তুফান আসল যে বন্যায় ক্ষেত-খামারগুলো ডুবে গেল। সেখানকার লোকেরা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর দরবারে এসে ফরিয়াদ করলেন: তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তৎক্ষণাৎ দাঁড়ালেন এবং **রাসূলে পাক, সাহিবে লওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জুব্বা মুবারক, পাগড়ি মুবারক, চাদর মুবারক পরিধান করে ঘোড়ায় আরোহন করলেন, হাসনাইনে করীমাইন (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا)ও অন্যান্য সাহাবীগণও সাথে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। ফোরাত নদীর তীরে তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। অত:পর পুলের উপর তাশরীফ নিয়ে গিয়ে আপন লাঠি মুবারক দ্বারা ফোরাত নদীর দিকে ইঙ্গিত করতেই এক গজ পানি কম হয়ে গেল, অত:পর দ্বিতীয়বার ইঙ্গিত করতেই আরো এক গজ কমে গেল, যখন ৩য় বার ইঙ্গিত করলেন তিন গজ পানি কমে গেল এবং বন্যা দুর হয়ে গেল। লোকেরা আরয করল: হে আমীরুল মু'মিনীন! থামুন ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। (শাওয়াহেদুন নবুয়াত, পৃষ্ঠা-২১৪)

শাহে মরদা শেরে য়াজদা কুওয়াতে পরওয়ারদিগার
লা ফাতা ইল্লা আলী, লা সাইফা ইল্লা জুলফিকার।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

ঝর্ণা উপচে পড়ল

সিফ্‌ফীনের দিকে যাওয়ার সময় হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর সৈন্য এমন ময়দান দিয়ে গমন করলো যেখানে কোন পানি ছিলনা, সকল সৈন্যগণ তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন, তথায় একটি গীর্জা ছিল সেটার পাদ্রী বলল:- এখান থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরত্বের ভিতর পানি পাওয়া যেতে পারে। কেউ কেউ সেখান থেকে পানি আনার জন্য অনুমতি চাইলেন, এটা শুনে তিনি كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم আপন খচ্চরের উপর সওয়ার হলেন এবং এক জায়গার প্রতি ইশারা করে সেখানে মাটি খনন করার আদেশ দিলেন, খননকালে একটি পাথর প্রকাশ পেল, সেটা বের করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল, এটা দেখে মাওলা মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم আপন সওয়ারী থেকে অবতরন করলেন এবং উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ পাথরের ফাটলে প্রবেশ করিয়ে জোরে টান দিতেই পাথর বের হয়ে গেল এবং ঐ পাথরের নীচ থেকে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মিঠা পানির ঝর্না উপচে পড়ল! এবং সকল সৈন্যদল পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। লোকেরা আপন আপন জনোয়ারদের পানি পান করালো এবং পানির মশকও পূর্ণ করে নিল। অত:পর তিনি كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم পাথরটি ঐ জায়গায় রেখে দিলেন। গীর্জার পাদ্রী এ কারামত দেখে মওলা মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم এর খিদমতে এসে আরয করলেন; আপনি কি নবী? বললেন: না। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি ফিরিশতা? বললেন: না। সে বলল: তবে আপনি কে? বললেন : আমি **আল্লাহর** প্রেরিত রাসূল হযরত সায়্যিদুনা **মুহাম্মদুর রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী এবং আমাকে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু বিষয়ে ওসীয়ত করেছেন, এতটুকু শুনতেই ঐ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

খ্রীস্টান পাদ্রী কালিমা শরীফ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বললেন: তুমি এতদিন পর্যন্ত কেন ইসলাম গ্রহণ করনি? পাদ্রী উত্তর দিল: আমাদের কিতাবে এটা উল্লেখ রয়েছে যে, এ গীর্জা ঘরের পাশে একটা গোপন ঝর্না রয়েছে। এ ঝর্ণা ঐ ব্যক্তিই খুলতে পারবে যে কোন নবী বা নবীর সাহাবী হবে। সুতরাং আমি ও আমার পূর্বে অনেক পাদ্রী এটার অপেক্ষায় এ গীর্জা ঘরে অবস্থান করেছিলেন। আজ আপনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এ ঝর্ণার মুখ খোলে দিলেন এবং আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো তাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। পাদ্রীর কথা শুনে শেরে খোদা হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কাঁদতে লাগলেন এবং এত বেশী কান্না করলেন যে দাঁড়ি মুবারক ভিজে গেল, অত:পর ইরশাদ করলেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাদের কিতাবেও আমার আলোচনা রয়েছে। এ পাদ্রী মুসলমান হয়ে তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খাদিম ও মুজাহিদদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন এবং শাম বাসীদের সাথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন আর মাওলা মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আপন পবিত্র হাতে দাফন করলেন এবং মাগফিরাতের জন্য দুআ করলেন।

(কারামাতে সাহাবা থেকে সংক্ষেপিত,পৃষ্ঠা-১১৪,শাওয়াহিদুন নবুয়াত পৃষ্ঠা-২১৬)

মুরতাদ্বা শেরে খোদা মারহাব কুশা খায়বর কুশা
সরওয়ারোশ শুকর কুশা মুশকিল কুশা ইমদাদ কুন। (হাদায়েকে বখশিশ)

ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কালামের ব্যাখ্যা : হে মুরতাদ্বা (অর্থাৎ হে পছন্দনীয় ও মকবুল)! হে **আল্লাহ**র সিংহ, হে মারহাব (মারহাব ইবনে হারিছ নামের ইহুদী, যে আরবের প্রখ্যাত পালোয়ান ও খায়বার দূর্গের প্রধান নেতা ছিল) কে পরাস্তকারী! হে খায়বার বিজয়ী! হে আমার সর্দার! ওহে একাই শত্রুবাহিনীকে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

পরাভূতকারী! ওহে সমস্যার সমাধানকারী! আমাকে সাহায্য করুন।

প্যারালাইসিস রোগী ভাল হয়ে গেল

একবার আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা, আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم নিজের দুই শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর সাথে হেরেম শরীফে উপস্থিত ছিলেন আর দেখলেন সেখানে এক ব্যক্তি খুব কান্নাকাটি করে নিজের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করছেন। তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم হুকুম দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে আস। ঐ ব্যক্তির এক পার্শ্ব যেহেতু প্যারালাইসিস ছিল, তাই জমিনে হামাগুড়ি দিতে দিতে হাজির হল। তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তার ঘটনা জানতে চাইলেন, তখন সে আরজ করল: হে আমীরুল মুমিনীন! আমি অনেক বড় গুণাহগার। আমার পিতা একজন সৎ ও নেক মুসলমান ছিলেন, আমাকে বার বার সংশোধন করতেন এবং গুনাহ থেকে বাধা প্রদান করতেন। একদিন আমার পিতার উপদেশে আমার রাগ চলে আসল এবং আমি তাঁর উপর হাত উঠালাম! আমার মার খেয়ে তিনি খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ে হেরেম শরীফে আসলেন এবং তিনি আমার জন্য বদদোয়া করলেন। ঐ বদদোয়ার প্রভাবে হঠাৎ আমার একপার্শ্বে প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়ে গেল আর আমি মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। এই গায়েবী শাস্তি থেকে আমার বড় শিক্ষা হল এবং আমি কান্নাকাটি করে সম্মানিত পিতা থেকে ক্ষমা চাইলাম, তিনি আমার উপর দয়া পরবশ হলেন এবং আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর বললেন : বৎস চল! আমি যেখানে তোমার জন্য বদদোয়া করেছিলাম এখন সেখানে গিয়ে তোমার সুস্বাস্থের জন্য দোয়া করব। এমনকি আমরা পিতা ও ছেলে উটনীর উপর আরোহী হয়ে মক্কা শরীফে আসছিলাম,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সে রাস্তায় হঠাৎ উটনী চমকে উঠে পালাতে লাগল আর আমার সম্মানিত পিতা এটার পিঠ থেকে পড়ে দুই পাথুরে ভূমির মাঝখানে মৃত্যুবরণ করলেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ এখন আমি একা হেরেম শরীফে হাজির হয়ে রাত দিন কান্নাকাটি করে **আল্লাহ** তায়ালার কাছে নিজের সুস্থতার জন্য দোয়া করতে থাকি। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তার শিক্ষণীয় কাহিনী শুনে তার উপর বড় দয়া হল এবং ইরশাদ করলেন : হে লোক! যদি বাস্তবে তোমার সম্মানিত পিতা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে শান্ত থাক اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সব ঠিক হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কয়েক রাকাত নামাজ পড়ে তার জন্য সুস্থতার দোয়া করলেন, তারপর ইরশাদ করলেন : قُمْ অর্থাৎ "দাঁড়িয়ে যাও" এটা শুনে সে কোন কষ্ট ছাড়া উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং চলতে ফিরতে লাগল। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা-৬১৪)

কিউ না মুশকিলকোশা কহো তুম কো, তুম নে বিগড়ী মেরী বানায়ি হে।

সন্তানদের সাথে ভাল আচরণের প্রতিদান

আবু জাফর নামক এক ব্যক্তি কুফায় বসবাস করতেন। লেনদেনের ব্যাপারে সে প্রত্যেকের সাথে ভাল আচরণ করতেন। বিশেষ করে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সন্তানদের কেউ যদি তার কাছে থেকে কোন কিছু ক্রয় করত, তবে যতই কম মূল্য দিত, কবুল করতেন, নতুবা হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নামে কর্জ লিখে রাখতেন। ভাগ্যক্রমে সে নিঃস্ব হয়ে গেল। একদিন সে ঘরের দরজায় বসে ছিল, এক ব্যক্তি তার ঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আর ঐ পথিক উপহাঁস করে আবু জাফর কে বলল: "তোমার বড়

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

কর্জগ্রহীতা অর্থাৎ:- হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কর্জ আদায় করেছে, না করেনি?" তার এই ঠাট্টা করাতে সে বড় কষ্ট পেল। রাতে যখন আবু জাফর শুয়ে পড়ল, তখন স্বপ্নে **প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হল। ইমাম হাসান ও হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ও সাথে ছিলেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাহজাদাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের সম্মানিত পিতার কি অবস্থা? হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم পিছন থেকে জবাব দিলেন : হে **আল্লাহর রাসুল!** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি হাজির আছি। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "কি কারণে তার হক আদায় করনি?" তখন মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আরয করলেন : হে **আল্লাহর রাসুল!** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি টাকা সাথে এনেছি। ইরশাদ করলেন: তাকে দিয়ে দাও। হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তাকে একটি পশমী থলে দিলেন এবং বললেন: "এটা তোমার হক"। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন : 'তা গ্রহণ করে নাও এবং এর পরেও তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে যে কর্জ নিতে আসবে তাকে বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দিওনা। আজকের পরে তোমার অভাব অনটন এবং দারিদ্রতার অভিযোগ হবে না।' যখন জাগ্রত হলেন তখন ঐ থলে তার হাতে ছিল! সে তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন : এটা বল যে, আমি ঘুমে আছি না জাগ্রত আছি? তার স্ত্রী বলল : আপনি জাগ্রত আছেন। সে খুশিতে আত্মহারা না হয়ে নিজেকে সংযত রাখলেন। সমস্ত ঘটনা নিজের স্ত্রীকে বর্ণনা করলেন। যখন কর্জ গ্রহিতার তালিকা দেখলেন তখন তাতে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নামে সামান্য কর্জও বাকী ছিল না। (অর্থাৎ- তালিকা থেকে ঐ সমস্ত কর্জ মুছে গেছে।)

(শাওয়াহেদুল হক, পৃষ্ঠা- ২৪৬)

আলী কে ওয়াসেতে ছুরজ কো পিরনে ওয়ালে, ইশারা কর দো কেহ মেরা বি কাম হুজায়ে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

নাম ও উপাধি সমূহ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সম্মানিত মাতার নাম সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আসাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا নিজের পিতার নামের উপর ভিত্তি করে তাঁর নাম“হায়দার” রাখেন। পিতা তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নাম “আলী” রাখেন। **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে “**আল্লাহর** সিংহ” উপাধি দান করেন। এছাড়া ও মুরতাদ্বা (অর্থাৎ নিবাচিত) কার্‌রার (অর্থাৎ-ফিরে ফিরে আক্রমণ কারী), শেরে খোদা এবং ইমাম মুশকিলকোশা তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বিখ্যাত উপাধি। তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আমাদের **প্রিয় মক্কী মাদানী হাবীব, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচাত ভাই। (মিরআতুল মানাজিহ, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪১২, সংক্ষেপিত)

হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চতুর্থ খলিফা, **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর স্বামী, হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে আবু তালিব كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কুনিয়্যাত “আবুল হাসান” এবং “আবু তুরাব”। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচা আবু তালিবের পুত্র। হস্তীবাহিনীর সময়ের[১] ত্রিশ বছর পর (যখন **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স শরীফ ত্রিশ বছর ছিল) ১৩ ই রজব শুক্রবার হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কাবা শরীফের ভিতরে জন্ম গ্রহণ করেন। (মাসতাদ্‌রাক, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬১১, হাদীস নং–৬০৯৮)

---

[১] **মদীনা** : অর্থাৎ- যে বছর হতভাগা অজাত আবরাহা বাদশাহের হস্তীবাহিণী কাবা শরীফের উপর হামলা করতে এসেছিল। (এই ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য ‘মাকতাবাতুল মাদীনা’ কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “আযায়িবুল কুরআন মা’আ গারায়িবুল কুরআন” এ অধ্যয়ণ করুন।)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর আম্মাজানের নাম হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আছাদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ১০ বছর বয়সে ইসলামের পতাকাতলে প্রবেশ করেন এবং **মদীনার তাজেদার, নবী করীম, হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শে ও প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকেন আর বাকী জীবন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্য সহযোগিতা ও বিজয় এবং ইসলাম ধর্মের তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم প্রথম সারির মুহাজির এবং আশরায়ে মুবাশ্‌শারাহ (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের) মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়া এবং আরো অন্যান্য বিশেষ মর্যাদাতে মর্যাদাবান হওয়ার কারণে অনেক বেশী অভিজাত মর্যাদা রাখেন। বদর যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ সহ অন্যান্য ইসলামী যুদ্ধে নিজের অনন্য সাহসীকতার সাথে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং কাফিরদের বড় বড় প্রসিদ্ধ বাহাদুররা হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর জুলফিকার তরবারীর মারাত্মক আঘাতে জাহান্নাম নিক্ষেপ হয়। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه এর শাহাদাতের পর আনসার ও মুহাজিরগণ তার বরকতময় হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মনোনীত করেন। তিনি ৪ বছর ৮ মাস ৯দিন পর্যন্ত খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। ১৭ মতান্তরে ১৯ রমজানুল মোবারকে এক দূর্ভাগা খারেজীর মর্মান্তিক আক্রমণে প্রচন্ড আঘাত প্রাপ্ত হন এবং ২১ রমজানুল মোবারক রোববার রাতে শাহাদাতের সুধা পান করেন। (তারিখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-১৩২, আসাদুল গাবা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১২৬, ১৩২, ইযালাতুল খোলাফা, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৫, মারিফাতুস্ সাহাবা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০০ ইত্যাদী)

আছলে নছলে সফা ওয়াজহে ওয়াস্‌লে খোদা
বাবে ফজলে বিলায়াত পে লাখো সালাম। (হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কালামের ব্যাখ্যা:

হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم একনিষ্ঠ পবিত্র সৈয়্যদ তথা সৌভাগ্যবানদের মূল ও আসল ভিত্তি। **আল্লাহ** তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে (অর্থাৎ- **আল্লাহ** তায়ালার প্রিয় হওয়ার মাধ্যম) বেলায়াতের মর্যাদা লাভের দরজা। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি লাখো সালাম।

“كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم” বলা ও লিখার কারণ–

যখন কুরাইশরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবু তালিবের ছেলেমেয়েদের লালন পালনের বোঝা হালকা করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে নিজের ঈমানী নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসলেন। হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم **প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোল মুবারকে প্রতিপালিত হয়েছেন। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোল মোবারকে নিজের বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। চোখ খুলতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশ্বসজ্জিত সৌন্দর্য্য চেহারা মোবারক দেখেছেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই কথা শুনেছেন, সুন্দর অভ্যাস গুলো শিখেছেন। যখন থেকে তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর বুদ্ধি হয়েছে, অবশ্যই নিঃস্বন্দেহে **আল্লাহ** তায়ালাকে এক জেনেছেন, এক মেনেছেন। তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। এজন্য সম্মানিত উপাধি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم মিলে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-২৮, পৃষ্ঠা-৪৩২)

দশ বছর বয়সে তিনি ইসলামী বৃক্ষের ছায়াতলে আসেন। **নবী করীম হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে প্রিয় শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

বড় শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه এর সাথে সম্পর্ক রেখে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه এর উপনাম“আবুল হাসান” এবং **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনি (হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه) কে “আবু তুরাব” কুনিয়্যাত বা উপনাম প্রদান করেন । (তারিখুল খোলাফা, পৃষ্ঠা-১৩২)

হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর এই কুনিয়্যাত নিজের আসল নাম থেকে ও বেশি প্রিয় ছিল ।

(বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৩৫, হাদীস নং-৩৭০৩)

“আবু তুরাব” উপনাম কখন এবং কিভাবে লাভ হল

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه বলেন : হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم একদিন ঘর থেকে মসজিদে এসে শুয়ে আরাম করছিলেন। এমন সময় **মদীনার তাজেদার, নবী ও রাসুলগনের সরদার, নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মা ফাতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং মা ফাতেমা থেকে মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। মা ফাতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا জবাব দিলেন, মসজিদে। তখন **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর দেখলেন যে, মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শরীর থেকে চাঁদর সরে গেছে সে কারণে পিঠ মাটি দ্বারা ধুলিময় হয়ে যায়। **রাসুলে করিম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পিঠ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং দু’বার ইরশাদ করলেন : দাঁড়াও! হে আবু তুরাব ।

(বুখারী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৯, হাদীস নং-৪৪১)

উছ্ নে লকবে হাক শাহিনশাহ ছে পায়া
জু হায়দারে কাররার কেহ মাওলা হে হামারা (হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মুহুর্তের মধ্যে কুরআন খতম করে নিতেন

হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ঘোড়ার উপর আরোহন করার সময় এক রিকাবে কদম রাখতেন তখন কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন আর অপর রিকাবে কদম রাখার আগে আগে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করে নিতেন। (শাওয়াহেদুন্ নবুওয়াত, পৃষ্ঠা-২১২)

হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মর্যাদা **আল্লাহ** তায়ালা সূরা বাকারার ২৭৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন :

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ :-"ঐসব লোক, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের পূণ্যফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই।"

চার দিরহাম দান করার চারটি ধরণ

সদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه 'তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফানে' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন : এক বর্ণনামতে, এই আয়াত হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তাঁর কাছে শুধু চার দিরহাম (চান্দির পয়সা) ছিল আর কিছু ছিল না। তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ঐ চার দিরহামকে দান করে দেন। একটি রাতে, একটি দিনে, একটি গোপনে এবং আর একটি প্রকাশ্যে।

চুখন আ কর ইয়াহা আত্তার কা ইতমাম কো পোহ্ছা
তেরী আজমত পে নাতিক আব বি হে আয়াতে কুরআনি (ওয়াসাইলে বখশিশ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আমাদের দান করার ধরণ

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! **আল্লাহ** তায়ালার নেক বান্দাদের কি শান! যেমন আপনারা দেখলেন যে, তারা ধন-সম্পদ জমা করার পরিবর্তে আল্লাহর রাস্তায় দান করাকে পছন্দ করতেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নিকট চার দিরহাম ছিল, সেগুলো **আল্লাহ** তা'য়ালার রাস্তায় এভাবে দান করলেন যে, একটি দিনে, একটি রাতে, একটি গোপনে এবং আরেকটি প্রকাশ্যে। কারণ, জানা নেই যে, কোন দিরহাম **আল্লাহ** তায়ালার রাস্তায় অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে রহমত এবং চিরস্থায়ী সম্পদে আরও বেড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। অপরদিকে আমাদের অবস্থা এই যে, যদি কখনো দান করার সাহস ও করে নিই তবে কোথায় **আল্লাহ** তায়ালার সন্তুষ্টির নিয়্যত...! কেমন একনিষ্টতা এবং কোথাকার **আল্লাহ**র ওয়াস্তে করা...। কেবল যে কোন ভাবে লোকজনের এটা জানা হয়ে যাক যে, জনাব আজকে এত টাকা দান করেছেন! যতক্ষণ আমাদের দান খায়রাতের খ্যাতি না মিলে শান্তি আসে না। মসজিদে কিছু দান করলে তবে আকাংঙ্খা হয় যে, ইমাম সাহেব নাম নিয়ে দোয়া করে দেয় যাতে লোকদের আমার চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে জানা হয়ে যায়। কোন মুসলমানের সেবা করে তবে আশা এটা হয় যে, এমন কোন অবস্থা হয়ে যাক যে, আমাদের নাম এসে যায়। লোকদের মুখে মুখে আমাদের দানশীলতার প্রশংসা হয়, কারো উপর দয়া করলে তবে আকাংঙ্খা হয় যে, সে যেন আমাদের চাকর হয়ে যায়। আমাদের প্রশংসা সমূহের ফুল ছড়াতে থাকে অথচ কুর'আন শরীফ আমাদের ইহসান উল্লেখ না করা এবং তার পরিণাম শুধু **আল্লাহ** তায়ালার নিকট থেকে চাওয়ার আদেশ দিচ্ছে। যেমন **আল্লাহ** তায়ালা ৩য়

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

পারার সূরা বাকারার ২৬২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন :

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ :- "ঐসব লোক, যারা নিজ সম্পদ **আল্লাহ** তায়ালার পথে ব্যয় করে, অতঃপর দান করার পর না খোঁটা দেয়, না কষ্ট দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।"

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমউদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:- "খোঁটা দেয়াতো এটাই যে, দেয়ার পর অন্যান্যদের সামনে প্রকাশ করা- আমি তোমার প্রতি এমন দয়া করেছি।" তাকে এই বলে লজ্জা দেয়া-'তুমি গরীব ছিলে, নিঃস্ব ছিলে, অক্ষম ছিলে, অকেজো ছিলে; আমি তোমার খবরাখবর নিয়েছি।' কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (খাযায়েনুল ইরফান) হায়! একনিষ্ঠতা ও পবিত্রতার প্রতীক। হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সদকায় আমাদের ও একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর রাস্তায় দান- খায়রাত করার আগ্রহ ও সৌভাগ্য নসীব হোক।

মেরা হার আমল বছ্ তেরে ওয়াসেতে হো,
কর ইখলাছ আয়ছা আতা ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃষ্ঠা-৭৮)

হযরত আলীর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কুরআনের জ্ঞান

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم **আল্লাহ** তায়ালার নেয়ামতের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

শুকরিয়া হিসেবে বলেন: **আল্লাহ** তায়ালার কসম! আমি কুরআন শরীফের প্রত্যেক আয়াত সম্পর্কে জানি যে, তা কখন ও কোথায় নাযিল হয়েছে। নিঃস্বন্দেহে আমার **আল্লাহ** আমাকে বুঝ সম্পন্ন অন্তর এবং প্রশ্নকারী মুখ দান করেছেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১০৮)

দে তড়প্নে পড়ক্নে কি তাওফিক দে, দে দিলে মুরতাজা সওযে সিদ্দিক দে।

সূরা ফাতিহার তাফসীর

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন:'যদি আমি চাই তবে "সূরা ফাতিহার" তাফসীর দ্বারা ৭০টি উট ভর্তি করে দিতে পারি।' (অর্থাৎ তার তাফসীর লিখতে লিখতে এত রেজিষ্টার বা ভলিয়ম তৈরী হয়ে যাবে যে, ৭০ টি উটের বোঝা হয়ে যাবে।) (কুওতুল কুলুব, খন্ড-১,পৃষ্টা-৯২)

জ্ঞান ও হিকমতের শহরের দরজা

প্রিয় নবী ﷺ এর দুটি বাণী ঃ

❋ اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ- আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা। (মুসতাদরাক, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৯৬, হাদীস নং-৪৬৯৩)

❋ اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ- আমি হিকমতের ঘর আর আলী তার দরজা। (তিরমিযি, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা নং-৪০২, হাদিস নং-৩৭৪৪)

রিয়ার পরিচয়

রিয়া হল **আল্লাহ্** তায়ালার সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। যেমন ইবাদতের মাধ্যমে আবেদন এই হয় যে, লোকজন তার ইবাদত সম্পর্কে জানুক। যাতে করে তারা তার হাতে টাকা-কড়ি গুঁজিয়ে দেয়, কিংবা তার প্রশংসা করে অথবা তাকে নেককার ব্যক্তি বলে মনে করে বা ইজ্জত-সম্মান করে ইত্যাদি।
[আযযাওয়াজির। খন্ড: ১। পৃষ্ঠা: ৭৬]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রিয় নবী ﷺ এর পবিত্র জবানে হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন : "তোমার মধ্যে হযরত ঈসা عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উদাহারণ রয়েছে, যার সাথে ইয়াহুদীরা শত্রুতা রাখত, এমনকি তার সম্মানিত মায়ের উপর অপবাদ লাগিয়েছিল। খ্রীষ্টানরা ভালবাসত, তবে তারা এমন মর্যাদায় পৌছে দিল, যা তাঁর মর্যাদা ছিল না।" অতঃপর হযরত শেরে খোদা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ইরশাদ করলেন আমার ব্যাপারে দু'ধরনের লোক ধ্বংস হয়ে যাবে, 'আমাকে ঐ মর্যাদায় বাড়াবে, যা আমার মধ্যে বিদ্যমান নেই আর শত্রুতা পোষনকারীর শত্রুতা তাদেরকে এটার উপর বাড়াবাড়ী করবে যে, আমার উপর অপবাদ লাগাবে।'

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৬, হাদীস-১৩৭৬)

তাফদীল কা জাও ইয়া ন হো মাওলা কি বিলা মে
ইউ ছুড়কে গোহার ন তু বেহরে হাজফ জা। (যওকে নাত)

অর্থাৎ- হযরত শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ভালবাসায় এত সীমাতিক্রম কর না যে, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারূক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর উপর মর্যাদা দিতে শুরু করে। এ রকম ভূল করে মণি-মুক্তার মত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আকিদা তথা বিশ্বাসকে ছেড়ে ঝুকিপূর্ণ আকীদা অবলম্বন কর না।

হযরত আলী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর প্রতি শত্রুতা

প্রখ্যাত মুফাস্সির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের মূল। ভালবাসার মধ্যে সীমা অতিক্রম করাও খারাপ। মূলত: হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি শত্রুতা হারাম এবং কখনো কখনো কুফরী। (মিরআতুল মানাজিহ, খন্ড-৮, পৃ-৪২৬)

আলীয়্যুল মুরতাজা শেরে খোদা হ্যায়, কেহ ইন্ ছে খোশ হাবিবে কিবরিয়া হ্যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জাহের ও বাতেনের আলিম

হযরত সায়্যিদুনা আবদুলাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এমন আলিম, যার নিকট জাহের ও বাতেন* তথা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয়ের জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। (ইবনে আসাকির, খন্ড-৪২, পৃ-৪০০)

হযরত আলী رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ এর তিনটি ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه ইরশাদ করেন: হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর এমন তিনটি মর্যাদা অর্জিত হয় যে, যদি সেগুলো থেকে একটিও আমার নসীব হয়ে যেত, তবে তা আমার কাছে লাল উট থেকে ও অধিক প্রিয়। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জিজ্ঞাসা করলেন: ঐ তিনটি মর্যাদা

মদীনা

*টীকা : জাহেরী বা প্রকাশ্য এটার শাব্দিক অনুবাদ উদ্দেশ্য। বাতেনী উদ্দেশ্য এটার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কিংবা জাহের দ্বারা শরীয়ত উদ্দেশ্য আর বাতেন দ্বারা তরীকত উদ্দেশ্য। অথবা জাহের দ্বারা আহকাম এবং বাতেন দ্বারা গোপন ভেদ উদ্দেশ্য। কিংবা জাহের এটাই যার উপর আলেমগণ জ্ঞাত এবং বাতেন এটাই যার প্রতি সুফিয়ায়ে কেরামগণ জানেন। অথবা জাহের এটাই যা দলীলের মাধ্যমে জানা যায় আর বাতেন এটাই যা কাশফের মাধ্যমে জানা যায়। (মিরআতুল মানাজিহ, খন্ড-১, পৃ-২১০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

কি কি? ইরশাদ করলেন : (১) **আল্লাহ** তায়ালার **প্রিয় হাবীব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের শাহজাদী হযরত ফাতেমা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। (২) তাঁর বাসস্থান **প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে নববীতে ছিল, যা একমাত্র তারই জন্য, মসজিদে বিশেষ কিছু হালাল ছিল, যা শুধু তারই অংশ। এবং (৩) খায়বর যুদ্ধে তাঁকে ইসলামের পতাকা দান করা হয়েছিল।

(মুসতাদরাক, খন্ড-৪, পৃ-৯৪, হাদীস-৪৬৮৯)

বেহরে তাসলিয়মে আলী মায়দা মে,
ছর ঝুকে রেহতে হ্যায় তালোওয়ারো কে। (হাদায়েখে বখশিশ শরীফ)

সাহাবীদের মর্যাদার ধারাবাহিকতা

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শানের কথা কি বলা যায় যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আজম رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও তাঁর ভাগ্যের উপর ঈর্ষা করেছেন, কিন্তু এটার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ চেয়ে বড়। মান ও মর্যাদা অনুসারে সত্য মসলক আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট যে ধারাবাহিকতা রয়েছে তার বর্ণনা করতে গিয়ে সদ্‌রুশ শরীয়াহ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণ ছোট ও বড় (আর তাদের মধ্যে ছোট কেউ নেই) সবাই জান্নাতী। নবীগণ ও রাসূলগণের পরে, **আল্লাহ** তায়ালার সমস্ত সৃষ্টি মানুষ ও জ্বিন এবং ফেরেশতাদের (অর্থাৎ মানুষদের, জ্বিনদের এবং ফেরেশতাদের) থেকে সর্বোত্তম হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:"আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তারপর হযরত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه ওসমান গণী, তারপর আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه যে ব্যক্তি হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه থেকে উত্তম বলবে, সে পথভ্রষ্ট ও বদ মাযহাব। খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজনের পরে বাকী আশরায়ে মুবাশশরাহ ও ইমাম হাসান ও হোসাইন عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জন্য সর্বোত্তম মর্যাদা। আর এরা সবাই অকাট্য জান্নাতী। সর্বোত্তমের অর্থ এটা যে, **আল্লাহ** তায়ালার নিকট বেশী সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন, এটাকে অধিক সাওয়াবও ব্যাখ্যা করা হয়। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪১:২৪৫)

মুস্তফা কে সব সাহাবা জান্নাতী হ্যায় লা জারম,
সব ছে রাজী হক তায়ালা সব পে হে উছ কা করম।

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাদের পবিত্র নাম

হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আশারায়ে মুবাশ্‌শারা এর মধ্যেও অন্তর্ভূক্ত। আশারায়ে মুবাশ্‌শারা ঐ দশ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে বলা হয়, যাদেরকে **আল্লাহ** তায়ালার **প্রিয় হাবীব নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য সত্য জবানের মাধ্যমে বিশেষভাবে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه থেকে বর্ণিত যে, **মদীনার তাজেদার, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, জুবাইর, আবদুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সায়িদ বিন যায়েদ এবং আবু উবায়দা বিন জাররাহ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জান্নাতী। (তিরমিযী, খন্ড-৫, পৃ-৪১৬, হাদীস-৩৭৬৮)

উহ দছো জিন কো জান্নাত কা মুজদা মিলা,
উছ্ মোবারক জামাআত পে লাখো সালাম। (হাদায়েখে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাদের **প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে :

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَاَبُوْبَكْرٍ اَسَاسُهَا وَعُمَرُ حِيْطَانُهَا وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا وَعَلِيٌّ بَابُهَا

অর্থাৎ "আমি জ্ঞানের শহর, আবু বকর তার ভিত্তি, ওমর তার দেওয়াল, ওসমান তার ছাদ এবং আলী তার দরজা।"

(মুসনাদুল ফিরদৌস, খন্ড-১, পৃ-৪৩, হাদীস-১০৫)

তেরে চারো হাম দম হ্যায় এক জান এক দিল,
আবু বকর ফারুক ওসমান আলী হে। (হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুহাব্বতের চাহিদা

আমীরুল মুমিনীন হযরত শেরে খোদা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ইরশাদ করেন: **নবী করীম, রঊফুর রহিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরপরে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا। অতঃপর বলেন: لَا يَجْتَمِعُ حُبِّيْ وَبُغْضُ اَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فِيْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ

অর্থাৎ "আমার ভালবাসা এবং হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুকে আজম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর প্রতি বিদ্বেষ কোন মুমিনের অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।" (আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবারানী, খন্ড-৩, পৃ-৭৯, হাদীস-৩৯২০)

কখনো পিপাসা না লাগার অসাধারণ রহস্য

যেসব লোক "**দমাদম মাস্ত কালন্দর আলী দা পেহলা নম্বর**" হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে উত্তম মানার দৃষ্টিভঙ্গি রাখে,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

তারা মারাত্মক ভুলে রয়েছে, তাদেরকে বোঝানোর জন্য একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা পেশ করা হল; পড়ুন এবং **আলাহ** তায়ালা তাওফিক দিলে তবে সত্যকে গ্রহণ করুন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুলাহ মুহতাদি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি হজ্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করি। হেরেম শরীফে এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি পানি পান করেন না! আমার বড় অবাক হলাম। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম তখন বলতে লাগলেন, আমি হিল্লা এর অধিবাসী। এক রাতে আমি স্বপ্নে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখি এবং নিজেকে পিপাসার্ত পেলাম আর কোনভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাউজে কাউছার মোবারকে পৌঁছলাম। ঐখানে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুকে আযম, হযরত ওসমান গণী এবং হযরত মওলা আলী শেরে খোদা عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেরকে দেখতে পেলাম। তাঁরা মানুষদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। আমি হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খেদমতে হাজির হলাম কেননা আমার তাঁর উপর বড় গর্ব ছিল। আমি তাঁকে অনেক ভালবাসতাম এবং তাঁকে তিন খলিফাদের উত্তম জানতাম।

কিন্তু এটা কি! তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমার থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। যেহেতু পিপাসা অনেক বেশী লেগেছিল, তাই আমি বারে বারে ঐ তিন খলিফাদের নিকট গেলাম। প্রত্যেকে আমার থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে আমার দৃষ্টি **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পড়ল, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী দরবারে হাজির হয়ে আমি আরজ করলাম, হে **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আমাকে পানি দিচ্ছে না বরং নিজের মুখ ফিরিয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

নিয়েছেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

“আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه কিভাবে তোমাকে পানি পান করাবেন! তুমি তো আমার সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর! এটা শুনে আমার আকীদা ভুল হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল এবং আমি খুবই লজ্জিত হয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাতে তাওবা করি। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এক পেয়ালা পানি দান করলেন, যা আমি পান করি। এরপর আমার চোখ খুলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যখন থেকে **প্রিয় নবী, রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র হাত থেকে পেয়ালা পানি পান করি। তখন থেকে আমার একদম পিপাসা লাগে না। এই স্বপ্নের পরে আমি আমার পরিবারকে তাওবা করার উপদেশ দিই। তাদের থেকে যারা তাওবা করে মসলকে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কবুল করেন আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখি, বাকীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (মিসবাহুজ্ জালাম থেকে সংক্ষেপিত, পৃ-৭৪)

জব দামানে হযরত ছে হাম হোগেয়ী ওয়াবস্তা
দুনিয়া কি ছবহি রিশতে বেকার নজর আয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সত্যিকার মুসলমানের পরিচয় এটা যে, তিনি সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মান মর্যাদাকে অন্তর থেকে স্বীকারকারী হবে। যদি কোন ব্যক্তি কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি ভালবাসা এবং কিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে মারাত্মক ভূলে রয়েছে। **আল্লাহ** তায়ালা আমাদেরকে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামগণ এবং পবিত্র আহ্‌লে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সত্যিকার ভালবাসা ও বিশ্বাস দান করুন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

এটার উপর স্থায়ীত্ব দান করুন। আর এটাকে ভালবাসা আকারে সবুজ গুম্ভদে **প্রিয় মাহবুবের** জলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফনের জায়গা এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে নিজের **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও চার খলিফার প্রতিবেশীত্ব দান করুন।

আমীন বিজাহিন নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সাহাবা কা গদা হু ওর আহলে বাইত কা খাদেম,
ইয়ে সব হে আপ হি কি তো ইনায়ত ইয়া রাসূলাল্লাহ।
মে হু সুন্নি রহো সুন্নি মরো সুন্নি মদীনে মে,
বকীয়ে পাক মে বন জায়ে তুরবত ইয়া রাসূলাল্লাহ।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃ-১৮৪, ১৮৫)

হযরত আলী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ এর যিয়ারত করা ইবাদত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সাওয়ানেহে কারবালা"** এর ৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত আল্লামা মুহাম্মদ নঈমউদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফ নকল করেন: "হযরত ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন : "আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে দেখা ইবাদত।"

(মুসতাদরাক, খন্ড-৪, পৃ-১১৮, হাদীস-৪৭৩৭)

মৃতদের সাথে কথাবার্তা

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মহানত্ব ও মর্যাদার একটি আলোকিত দিক এটাও যে, **আল্লাহ** তায়ালার দানক্রমে তিনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কবরবাসীদের সাথে কথোপকথন করার প্রমাণ আছে। এমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه 'শরহুস সুদুরে' বর্ণনা করেন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হযরত সায়্যিদুনা সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, আমরা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর সাথে কবরস্থান অতিক্রম করছিলাম। তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ইরশাদ করলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ وَرَحْمَةُ اللّٰه অর্থাৎ "হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি ও **আল্লাহ** তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক।" এবং ইরশাদ করলেন: "হে কবরবাসীরা! তোমরা তোমাদের খবর বলবে না আমরা তোমাদেরকে বলব?" সায়্যিদুনা সায়্যিদ ইবনে মুসাইয়াব رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه বলেন যে, আমরা কবর থেকে وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰه! এর আওয়াজ শুনি এবং কোন কবরবাসী বলল যে, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাদের সংবাদ দিন যে, আমাদের মৃত্যুর পর কি হল? হযরত আলী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه ইরশাদ করলেন : শুনে নাও! তোমাদের মাল বন্টন হয়ে গেছে। তোমাদের স্ত্রীরা অপর বিবাহ করে নিয়েছে। তোমাদের সন্তানরা এতীমের মধ্যে গণ্য হয়ে গেছে। যে ঘরকে তোমরা অনেক মজবুতভাবে বানিয়েছিলে সেখানে তোমাদের শত্রু বসবাস করছে। এখন তোমরা নিজেদের অবস্থা শুনাও। এটা শুনে একটি কবর থেকে আওয়াজ আসতে লাগল : হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কাফন ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

আমাদের চুল ঝরে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের চামড়া সমূহ টুকরা টুকরা হয়ে গেছে, আমাদের চোখগুলো বের হয়ে গন্ডদেশে চলে এসেছে এবং আমাদের নাকের ছিদ্র থেকে পুঁজ বের হচ্ছে, আর আমরা যা কিছু আগে পাঠিয়েছি (অর্থাৎ যা আমল করেছি) তা পেয়েছি। যা কিছু পিছনে রেখে এসেছি, তাতে ক্ষতিসাধন হয়েছে।

(শরহুস সুদূর, পৃ-২০৯, ইবনে আসাকির, খন্ড-২৭, পৃ-৩৯৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আখেরাত কি ফিকির করনি হে জরুর, জিন্দেগী এক দিন গুজারনি হে জরুর।
কবর মে মায়্যিত উতরনি হে জরুর, জেইসি করনি ওয়াইসি ভরনি হে জরুর।
একদিন মরনা হে আখের মওত হে, করলে জু করনা হে আখের মওত হে।

শিক্ষণীয় মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মহানত্ব, মর্যাদা এবং শ্রবণশক্তির এক ঝলক দেখার মত যে, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মৃতদের থেকে তাদের কবরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তর শুনলেন এবং তাদেরকে দুনিয়াবী অবস্থা বর্ণনা করলেন। নিঃসন্দেহে এটা তাঁর মহান কারামত। আবার এই রেওয়াতে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় মাদানী ফুলও রয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকাবস্থায় নিজের আকীদা ও আমলকে সংশোধন করবে না, দুনিয়াবী কামনা সমূহের জালে আটকা পড়ে পরকালের প্রতি অলস থাকবে তার কবর তার জন্য কঠিনতম ঘরে পরিণত হবে এবং এ দুনিয়ার অনর্থক চিন্তাভাবনা এবং কামনা সমূহ তার কোন কাজে আসবে না। বরং শুধু দুনিয়ার সম্পদ জমা করার চিন্তায় লেগে থাকা ব্যক্তি আর এ অবস্থায় মরে অন্ধকার কবরের সিড়ি অতিক্রমকারী নিজের দুনিয়াবী সম্পদ থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না। হকদার ও ওয়ারিশগণ তার সম্পদের উপর দখল করবে বরং সম্পদ অর্জনের জন্য ঝগড়া করে নিজেদের রাস্তা ধরবে এবং এ অপদার্থ মানুষ সম্পদ জমা করার চিন্তায় মত্ত থেকে হালাল হারামের পার্থক্য ভুলে বসা এবং গুনাহে ভরা জীবনযাপন অতিক্রম করার কারণে জাহান্নামের আগুনের হকদার বিবেচিত হবে।

দৌলতে দুনিয়া কে পিছে তু ন জা, আখেরাত মে মাল কা হে কাম কিয়া?
মালে দুনিয়া দো জাহা মে হে ওয়াবাল, কাম আয়ে গা ন পেশে যুলজালাল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রিয় নবীর ﷺ দান সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা হযরত সায়্যিদুনা মওলা আলী মুশকিল কোশা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর যত মর্যাদা ও গুণাবলী লক্ষ্য করলেন, তা সব **প্রিয় নবী হযরত রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উছিলার মাধ্যমে প্রাপ্ত। **হুযুর পুরনুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ দয়া ও দানের বদৌলতে **আল্লাহ** তায়ালা হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে এই মর্যাদা দিয়েছেন, **আল্লাহ** তাআলা এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের প্রিয় বান্দা হিসেবে অভিহিত করে এমন উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন যে, আর কেউ এই সম্মানের অধিকারী হতে পারবে না। (বাহারে শরীয়াত, প্রথম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

"কোন ওলী, গাউছ, কুতুব, আবদাল যত বড় মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, কোন সাহাবার মর্যাদার সমান পৌঁছতে পারবে না।"

খায়বার যুদ্ধের বিজয়ী নিশান

হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন সাদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খায়বারের যুদ্ধের দিন ইরশাদ করলেন: "কাল এ পতাকা আমি এমন ব্যক্তিকে দিব, যার হাতে **আল্লাহ** তায়ালা বিজয় দান করবেন। তিনি **আল্লাহ** তায়ালা এবং তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসেন, আর **আল্লাহ** তায়ালা এবং **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁকে ভালবাসেন।" পরের দিন সকালে প্রত্যেকেই ঐ পতাকা পাওয়ার আশা করে ছিল। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সাহাবায়ে কিরাম আরয করল: হে **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাঁর চোখের ব্যথা। তখন আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাঁকে ডাক।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه কে ডেকে আনা হল, তখন **আল্লাহর মাহবুব নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه চোখের উপর নিজের থুথু মোবারক লাগালেন এবং দুআ করলেন, চোখ এমনভাবে ভাল হয়ে গেল, যেন তাতে কোন ব্যথাই ছিল না, এবং তাঁকে পতাকা দিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আরয করলেন : হে **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কি ঐ লোকদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের মত মুসলমান না হয়ে যায়। **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন : “নম্রতা অবলম্বন কর এমনকি তাদের যুদ্ধের মাঠে প্রবেশ কর, তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দাও এবং তাদের উপর **আল্লাহ** তায়ালার যেসব হক সমূহ রয়েছে, তা তাদেরকে অভিহিত কর।

আল্লাহর কসম! যদি **আল্লাহ** তায়ালা তোমার মাধ্যমে কোন এক ব্যক্তিকে ও হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য তোমার কাছে লাল উট থাকা থেকেও উত্তম।”

(বুখারী, খন্ড-২, পৃ-৩১২, হাদীস-৩০০৯, মুসলিম, পৃ-১৩১১, হাদীস-২৪০৬)

হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শক্তির ঝলক

খায়বার যুদ্ধে এক ইহুদী হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর উপর আক্রমণ করল। এরই মধ্যে তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর ঢাল পড়ে গেল। তখন তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم সামনে এগিয়ে গিয়ে দূর্গের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। দূর্গের পটক দরজা উপড়ে ফেললেন। আর দরজা কে ঢাল বানিয়ে নিলেন। ঐ দরজা তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হাতে ছিল আর তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم যুদ্ধ করতে থাকেন। **আল্লাহ** তা'আলা হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হাতে খায়বার যুদ্ধে বিজয় দান করলেন।

ঐ দরজা এত ভারি ছিল যে, যুদ্ধের পরে ৪০ জন মানুষ একত্রিত হয়ে উঠাতে চাইল কিন্তু তারা উঠাতে পারল না।

(দালায়েলুন নবুওয়াত লিল বাইহাকী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১২)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন :-

শেরে শামশীর ঝন শাহে খায়বর শিকান
পর তেওয়ে দস্‌তে কুদরত পে লাখো সালাম। (হাদায়েকে বক্‌শিশ শরীফ)

অন্য কেউ খুব সুন্দর বলেছেন :

আলী হায়দার! তেরি শওকত তেরি সওলত কা কিয়া কেহনা
কেহ খুতবা পড় রাহা হে আজ তক খায়বর কা হার ঝররা।

হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মত কোন বাহাদুর নেই

আমীরূল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর একটি গুণ হচ্ছে বীরত্ব ও বাহাদুরী, এক রেওয়াতে আছে : যখন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এক যুদ্ধে নিকৃষ্ট কাফিরদেরকে গাজরের মত কাটছিলেন তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, لَا سَيْفَ اِلَّا ذُوْالْفِقَارِ وَلَا فَتٰى اِلَّا عَلِيٌّ অর্থাৎ : হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মত কোন বাহাদুর নেই এবং যুলফিকারের মত কোন তলোয়ার নেই। (জুজউল হাসনে বিন আরাফাতুল আবাদী, পৃষ্ঠা-৬২, হাদীস-৩৮, সংকলিত)

হ্যায় আলী মুশকিল কুশা ছায়া কুনা ছর পর মেরে
লা ফাতা ইল্‌লা আলী, লা সাইফা ইল্‌লা যুলফিকার।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃষ্ঠা-৪০০)

প্রিয় নবী ﷺ এর থুথু মোবারক ও দোয়ার বরকত সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم ইরশাদ করেন, হুজুর পূরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু মোবারক লাগার পর আমার দু'চোখে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

কখনো ব্যথা হয়নি । (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৯, হাদীস নং-৫৭৯)

হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم গরমের মৌসুমে গরম কাপড় এবং শীতকালে ঠান্ডা কাপড় পরিধান করতেন। কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, **যখন প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার চোখে নিজের থুথু মোবারক লাগালেন তখন এই দুআ ও করলেন : اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ অর্থাৎ : “ইয়া **আল্লাহ**! আপনি আলী থেকে গরম এবং ঠান্ডা উভয়টি দূর করে দিন।” ঐ দিন থেকে আমার না গরম অনুভব হত না ঠান্ডা। (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, পৃ : ৮৩, হাদীস : ১১৭)

ইজাবত কা সাহরা ইনায়াত কা জোড়া
দুলহান বনকে নিকলি দুআয়ে মুহাম্মদ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

মওলা আলীর ইখলাছ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মওলা মুশকিল কোশা, আলী মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এতই বাহাদুর হওয়া সত্ত্বেও অহংকার, রিয়াকারী এবং লৌকিকতা ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের হীনমন্যতা থেকে পাক পবিত্র এবং আমল ও ইখলাছের প্রতীক ছিলেন। যেমন : হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন : “হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه এক যুদ্ধে কাফিরকে পরাস্ত করলেন এবং কাফিরকে হত্যা করার ইচ্ছায় তার বুকের উপর বসে পড়লেন। পরাস্ত কাফির! মওলা আলী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه এর দিকে থুথু নিক্ষেপ করল। তখন মওলা আলী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه পরাস্ত কাফিরকে ছেড়ে দিলেন, বুক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ঐ কাফিরটি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তখন মওলা আলী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه বললেন, তোমার এমন আচরণে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আমার রাগ এসে গেল, এখন তোমাকে হত্যা করা আমার ব্যক্তিগত রাগের কারণে হত, ঈমানের কারণে নয়। তাই আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। সে কাফির! মওলা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এই ইখলাছ দেখে মুসলমান হয়ে গেল।" (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৭ম খন্ড, পৃ : ১২, ৩৪৫১ নং হাদীসের বর্ণনায়)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমীরুল মুমিনীন, মওলা মুশকিল কোশা, হযরত শেরে খোদা, আলী মুরতাদ্বা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ইখলাছের বরকতে কাফিরের ভাগ্যে ইসলামের মত এক মহা মূল্যবান নে'মত নসীব হল। এমনিভাবে আমাদের আগেকার বুজুর্গানে কেরামগণও সর্বদা নিজের নেক আমল গুলোকে যাচাই করে দেখতেন, যে এই আমল আবার যেন অন্য কাউকে দেখানোর জন্য হয়ে না যায়! যদি কোন নেক আমলে নফস ও শয়তানের অনুপ্রবেশ অথবা লোক দেখানো ভাবের বিন্দুমাত্র সন্দেহ অনুভব করতেন, তখন সাথে সাথে তা থেকে বাঁচার জন্য বরং অনেক সময় তো ঐ নেক আমলকে দ্বিতীয়বার করার চেষ্টা করতেন। যেমন :

৩০ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেছেন

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৩০ বছর পর্যন্ত মসজিদের ১ম কাতারে জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে থাকেন। একবার ১ম কাতারে তার জায়গা হল না, তখন তিনি ২য় কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে তাঁর লজ্জা অনুভব হতে লাগল যে, লোকেরা কী বলবে, দেখো! আজ এই ব্যক্তিটির ১ম কাতার ছুটে গেছে। এই খেয়াল আসতেই তিনি সংযত হয়ে যান আর নিজ অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন যে, হে নফস! আমি ৩০ বছর পর্যন্ত যে নামায ১ম কাতারে আদায় করেছিলাম, তা কি লোকদের দেখানোর জন্য ছিল? তোমার যে আজ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

লজ্জা লাগছে? অতএব তিনি বিগত ৩০ বছরের নামায পুনরায় আদায় করেন এবং পূর্ণ সততা ও ইখলাছের উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

(ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, পৃ : ৩০৬)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

দে হুসনে আখলাক্ব কি দৌলত, কর দে আতা ইখলাছ কি নে'মত।
মুঝ কো খাজানা দে তকওয়া কা, ইয়া আল্লাহ! মেরি ঝুলি ভর দে।

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃ-১০৯)

তুমি আমার থেকে

হযরত মওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন : اَنْتَ مِنِّیْ وَاَنَا مِنْکَ অর্থাৎ: "তুমি আমার থেকে, আর আমি তোমার থেকে।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, পৃ-৩৯৯, হাদীস নং-৩৭৩৬)

আয় তালআতে শাহ! আ তুঝে মওলা কি কসম! আ
আয় জুলমতে দিল! যা, তুঝে উছ রুখ কা হলফ যা। (যওকে নাত)

অর্থাৎ: "ওহে মওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সুন্দর চেহারার নুর! তোমাকে **আল্লাহ**র কসম দিয়ে বলছি যে, আমার উপর তোমার আলো বর্ষণ কর। ওহে আমার অন্তরের অন্ধকার! তোমাকে মওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নূরানী চেহেরার কসম! আমার থেকে দূরে সরে যাও"।

তুমি আমার ভাই

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **রসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুহাজির ও আনছার

সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দেন। তখন হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এমন অবস্থায় হাজির হলেন যে, চোখ থেকে অশ্রু ঝড়ছিল। আরজ করল : "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে কারো ভাই বানালেন না?" তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَنْتَ فِی الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَخِی অর্থাৎ: "তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই।"

(তিরমিযী, খন্ড : ৫, পৃ : ৪০১, হাদীস : ৩৭৪১)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ 'তুমি আত্মীয়তার দিক থেকে আমার চাচাতো ভাই, এবং আজকের এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে তোমাকে আমার ভাই করে নিলাম, দুনিয়া ও আখিরাতে আপন ভাই করে নিলাম।'

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! গভীরভাবে চিন্তা করুন, এত কিছুর পরও কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কখনও **হুজুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভাই বলে সম্বোধন করেন নি। যখনই ডেকেছেন **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলে ডেকেছেন। আর আমরা সাধারণ মানুষ কিভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমাদের ভাই বলে সম্বোধন করতে পারি? (মিরআতুল মানাযীহ, ৮ম খন্ড, পৃ : ৪১৮)

হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর নবী প্রেম

হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি **রসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কতটুকু ভালবাসেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ! **হুজুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকট আমার মাল, পরিবার পরিজন,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

মা-বাবা এবং কঠিন পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিক বেশি ভালবাসি। (আশ্ শিফা, খন্ড : ০২, পৃ : ২২)

হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর খোদা প্রদত্ত গুণাবলী

হযরত সায়্যিদুনা আবু ছালেহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুআবিয়া رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه হযরত সায়্যিদুনা দিরার رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه কে বললেন, "আমার নিকট হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। হযরত সায়্যিদুনা দিরার رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه আরজ করলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه এর জ্ঞান ও মারেফতের অবস্থা পরিমাপ করা দূরের কথা, কল্পনাও করা যাবে না। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه **আল্লাহ**র ব্যাপারে এবং তাঁর দীনের সংরক্ষণের ব্যাপারে খুব দৃঢ় মনোবল রাখেন। চুলছেড়া বিশ্লেষণ মূলক কথাবার্তা বলেন, এবং অতি ন্যায়পরায়নতার সাথে কাজ আদায় করতেন। তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه জ্ঞান বিজ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন। উনার কথাবার্তা হিকমতে পরিপূর্ণ ছিল। দুনিয়ার চাকচিক্যকে খুব ভয় করতেন। রাতের অন্ধকারে **আল্লাহ** তা'আলার ইবাদতে রত থাকেন। **আল্লাহ**র কসম! তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه অতিমাত্রায় ক্রন্দনকারী, গম্ভীর এবং খুবই চিন্তিত থাকতেন। নিজের নফসের হিসাব নিতেন, মোটা পোষাক পছন্দ করতেন। আর মোটা রুটি খেতেন। **আল্লাহ**র কসম! দাপট, শান শওকত আর প্রভাব প্রতিপত্তির এমন অবস্থা ছিল যে, আমরা প্রত্যেকেই তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার সময় ভয় করতাম। অথচ আমরা যখন উপস্থিত হতাম তখন সাক্ষাতের ক্ষেত্রে তিনিই আগে আসতেন। আর আমরা যখন প্রশ্ন করতাম তখন উত্তর বলে দিতেন, এবং আমাদের দা'ওয়াত কবুল করে নিতেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

যখন হাসতেন তখন দাঁত গুলোকে এমন মনে হত যেন মোতির মালা। তিনি পরহেযগার মুত্তাকী লোকদের সম্মান করতেন। অসহায় মিসকীনদের ভালবাসতেন। কোন শক্তিশালী অথবা সম্পদশালী ব্যক্তিকে তার অযথা কামনায় ভরসা দিতেন না। কোন দূর্বল অসহায় ব্যক্তি তাঁর ন্যায় বিচার থেকে নিরাশ হতেন না। অসহায়রা জানত এখানে অবশ্যই ন্যায় বিচার মিলবে। **আল্লাহ**র শপথ! আমি দেখেছি, যখন রাত আসত, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه নিজের দাঁড়ি ধরে অঝোর নয়নে কান্না করতেন, আর আহত ব্যক্তির মত কাতরাতেন।

আমি মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه এটা বলতে শুনেছি যে, **"ওহে দুনিয়া! তুমি কি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, নাকি এখনও আমাকে কামনা কর? হে ধোঁকাবাজ দুনিয়া! তুই আমার থেকে দূরে সরে যা, তুই অন্য কাউকে গিয়ে ধোঁকা দে, আমি তোকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছি। এখানে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তোর বয়স খুবই কম আর তোর সহায় সম্বলও নেমত অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য। তোর ক্ষতিকর দিক খুবই বেশি। হায় আফসোস! আখেরাতের সফর খুবই দীর্ঘ আর পাথেয় অতি অল্প এবং রাস্তা খুবই বিপদ সঙ্কুল ও আঁকা বাকা।"**

এটা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه এর চোখ থেকে অনবরত অশ্রু ঝরতে লাগল। অবশেষে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল, আর সেখানে উপস্থিত লোকেরাও অঝোড় নয়নে কাঁদতে রইল। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه বললেন, "**আল্লাহ** তায়ালা আবুল হাছান হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহর কসম! তিনি এমনই ছিলেন।"

(উয়ুনুল হিকায়াত, পৃ-২৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মওলা আলী মু’মিনদের ‘অভিভাবক’

হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন হুসাঈন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুজুর পুরনুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

اِنَّ عَلِيًّا مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ অর্থাৎ ঃ “আলী আমার থেকে, আমি আলী থেকে। আর সে প্রত্যেক মু’মিনের অভিভাবক।”

(তিরমিযী, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা-৪৯৮, হাদীস নং-৩৭৩২)

ওয়াসিতা নবিয়ো কে সরওয়ার কা, ওয়াসিতা ছিদ্দিকো উমর কা,
ওয়াসিতা ওছমানো হায়দার কা, ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলি ভর দে।

(ওয়াসাইলে বখশিশ, পৃষ্ঠা-১০৭)

এখানে অভিভাবক বলতে কী উদ্দেশ্য?

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলছেন, এখানে ‘অভিভাবক’ বলতে খলিফা তথা প্রতিনিধি উদ্দেশ্য নয় বরং বন্ধু অথবা সাহায্যকারী উদ্দেশ্য। যেমন **আল্লাহ** তাআলা ইরশাদ করেছেন:- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا

অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে ঃ “তোমাদের বন্ধু নয়, কিন্তু **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং ঈমানদারগণ।” (পারা-৬, সূরা-মায়েদা, আয়াত-৫৫)

উক্ত স্থানেও ‘ওলী’ অর্থ সাহায্যকারী। “এই ইরশাদ দ্বারা দুইটি মাসআলা বুঝা গেল। একটি হল; মুছিবতের সময় **‘ইয়া আলী মদদ’** বলাটা জায়িয। কেননা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم প্রত্যেক মু’মিনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যকারী। দ্বিতীয়টি হল; তিনি كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে ‘মওলা আলী’ বলাটা জায়িয। কেননা তিনি প্রত্যেক মুসলমানের ওলী তথা অভিভাবক ও মওলা তথা মুনিব।” (মিরআতুল মানাজীহ, ৮ম খন্ড, পৃ-৪১৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

দুশমন কা জোর বাড় চলা হে, ইয়া আলী মদদ
আব জুলফিকারে হায়দারী, পির বে নিয়াম হো।

'ইয়া আলী মদদ' বলার যুক্তিকতা জানার জন্যে ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! 'ইয়া আলী মদদ' বলার মাসআলাটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে এবং অন্তরের অসংখ্য কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **'মাকতাবাতুল মাদীনা'** থেকে প্রকাশিত **'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ'** নামক ভিসিডি টি হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে দেখুন। এছাড়াও এই রিসালার পৃষ্ঠা নম্বর ৫৬ হতে ৯৬ এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'আহলে বাইত' কে ভালবাসার ফযীলত

প্রিয় নবী হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন ইমাম হাছান ও ইমাম হুসাঈন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর হাত ধরে ইরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে আর সাথে সাথে এদেরকে এবং এদের পিতামাতাকেও ভালবাসে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকবে।"

(মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল, খন্ড-১ম, পৃ-১৬৮, হাদীস-৫৭৬)

মুস্তফা ইজ্জত বড়ানে কে লিয়ে তাজিম দে
হে বুলন্দ ইকবাল তেরা দুদ মানে আহলে বাইত (যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার আহলে বাইতের ভালবাসা মিলে যাবে তাঁর উভয় জগতের সম্মানও মিলে যাবে। আখিরাতে **রসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শ মিলবে এবং আহলে বায়তের সদকায় ঐ ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

উন দু কা সদকা জিন কে কাহা মেরে ফুল হে,
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খান্দা মিছালে গুল। (হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

আলা হযরতের উক্তির ব্যাখ্যা : **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি ইরশাদ করেছেন, "হাছান ও হুসাঈন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا উভয়ে আমার ফুল।" (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৭৯৫)

এই উভয় জান্নাতী ফুলের সদকায় আহমদ রযাকে কিয়ামত দিবসে ফুলের ন্যায় হাসি খুশিতে রাখুন।

হযরত আলীর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ পরিবারবর্গের ফযীলত

ইমাম হাছান ও ইমাম হুসাঈন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا উভয়ে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত মওলায়ে কায়েনাত আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এবং হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতিমা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا ও খাদিমা হযরত সায়্যিদাতুনা ফিদ্দা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এই শাহজাদাদ্বয়ের আরোগ্য লাভের জন্য তিনটি রোযার মান্নত করলেন। **আল্লাহ** তায়ালা উভয় শাহজাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে সুস্থতা দান করলেন। অতএব তিনটি রোযা রাখা হল। হযরত মওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তিন 'ছা' গম আনলেন। প্রতিদিন এক 'ছা' করে (অর্থাৎ ৪ কিলোগ্রাম থেকে ১৬০ গ্রাম কম) তিনদিন রান্না করেন। যখন ইফতার এর সময় ঘনিয়ে আসল, আর তিন রোযাদারের সামনে রুটি রাখা হল, তখন একদিন মিসকিন, একদিন এতিম এবং একদিন কয়েদী দরজায় হাজির হয়ে যায়, আর রুটি ভিক্ষা চেয়ে বসে। তখন তিনদিনই সব রুটি ঐ সকল ভিক্ষুকদের দিয়ে দিলেন। আর শুধুমাত্র পানি দ্বারা ইফতার করে পরবর্তী রোযা পালন করেন।

(খাযাঈনুল ইরফান, পৃ-১০৭৩ কিছুটা সংযোজিত)

ভুকে রাহ কে খুদ আওরো কো খিলা দেতে থে, কেইসে ছাবির থে মুহাম্মদ কে ঘরানে ওয়ালে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

কুরআনে করীমে **আল্লাহ** তায়ালা আমীরুল মু'মিনীন মওলায়ে কায়োনাত, হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর পরিবার পরিজনের ত্যাগের এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন;

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿۸﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ “এবং আহার করায় তাঁর ভালবাসার উপর মিসকীন, এতীম ও বন্দীকে, তাদেরকে বলে, আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তোমাদেরকে আহার প্রদান করেছি, তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাইনা ।”

(পারা-২৯, সূরা-আদ্ দহর, আয়াত-৮-৯)

তোমাদের দাঁড়ি রক্তে লাল করে দেবে

হযরত সায়্যিদুনা আম্মার বিন ইয়াছির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেছেন, আমি এবং হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **‘গাজওয়ায়ে যিল উশায়রা’** নামক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। এই সময় **আখেরী নবী, গায়েবের সংবাদ দাতা, নবী উভয় জগতের সুলতান, রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমি কি তোমাদেরকে ঐ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিব না, যারা লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট? আমরা আরজ করলাম; **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অবশ্যই দিবেন। তখন **রসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গায়েবের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন ; (১) সামূদ সম্প্রদায়ের ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ কাদার বিন সালিফ) যে **আল্লাহ**র নবী হযরত সালেহ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পবিত্র উট্নী মুবারকের পা-দ্বয় কেটে দিয়েছিল আর (২) হে আলী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه! ঐ ব্যক্তি যে তোমার মাথায় তলোয়ারের আঘাতে তোমার দাঁড়ি রক্তে লাল করে দিবে।”

(মুসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, খন্ড-২য়, পৃ-৩৬৫, হাদীস নং-১৮৩৪৯)

জিন কা কাউছার হে জান্নাত হে আলাহ কি,
জিন কে খাদিম পে রাফত হে আলাহ কি।
দোস্ত পর জিন কে রহমত হে আলাহ কি,
জিন কে দুশমন পে লানত হে আলাহ কি।
উন সব আহলে মহব্বত পে লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তিন সাহাবীর ব্যাপারে তিন খারেজীর ষড়যন্ত্র

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **‘মাকতাবাতুল মাদীনা’** কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সাওয়ানেহে কারবালা’** এর পৃষ্ঠা নং ৭৬ হতে ৭৭ এর মধ্যে সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করছেন, খারেজীদের সম্প্রদায়ের এক জগণ্য ব্যক্তি আব্দুর রহমান বিন মুলজাম মুরাদাবাদী ‘বুরাক বিন আব্দুলাহ তায়মী খারেজী ও আমর বিন বুকাইর তায়মী খারেজীকে মক্কায়ে মুকাররমায় একত্রিত করে মওলায়ে কায়েনাত হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুআবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং হযরত সায়্যিদুনা আমর ইবনে আস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه দেরকে হত্যা করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করল। আর আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْه কে শহীদ করার জন্য ইবনে মুলজাম দায়িত্ব নিল এবং একটি নিদিষ্ট তারিখ ও চূড়ান্ত করা হল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

রূপক প্রেম ইবনে মুলজামের দূর্ভাগ্যের কারণ হল

'মুসতাদরাক' নামক কিতাবের মধ্যে রয়েছে, ইবনে মুলজাম এক খারেজীয়া মহিলার প্রেমে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ঐ জালিমা খারেজীয়া মহিলা বিয়ের মহর হিসেবে তিন হাজার দিরহাম ও **আল্লাহর** পানাহ হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হত্যা দাবি করে বসল।

(মুসতাদরাক, ৪র্থ খন্ড, পৃ-১২১, হাদীস নং : ৪৭৪৪)

ইবনে মুলজাম কূফায় পৌঁছল এবং ওখানকার খারেজীদের সাথে একত্রিত হল আর গোপনে তাদেরকে তার অপবিত্র ইচ্ছার কথা জানাল। তখন তারাও তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করল।

শাহাদাতের রাত

এই রমজানুল মুবারক মাসে (৪০ হিজরী) তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এটা অভ্যাস গত নিয়ম ছিল যে, একরাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম ইমাম হুসাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কাছে, এক রাতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাছান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কাছে এবং এক রাতে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুলাহ ইবনে জাফর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কাছে ইফতার করতেন আর তিন লোকমার বেশি খাবার খেতেন না এবং কম খাওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, আমার নিকট এটা খুবই ভাল মনে হয় যে, "**আল্লাহর** সাথে সাক্ষাতকালে আমার পেট যেন খালি হয়।" শাহাদাতের রাতে তো এই অবস্থা অব্যাহত ছিল যে তিনি বার বার ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন আর আসমানের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, **আল্লাহর** কসম! আমাকে কোন সংবাদ মিথ্যা দেয়া হয়নি। এটা ঐ রাত যার ওয়াদা করা হয়েছে। (বস্তুত তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিকট নিজের শাহাদাতের খবর পূর্ব থেকেই জানা ছিল।)

(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃ-৭৬, ৭৭ থেকে সংকলিত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

হত্যামূলক আক্রমন

৪০ হিজরীর ১৭ই (অথবা ১৯ শে) রমজানুল মোবারক জুমার রাতে হাছনাঈনে কারীমাইনের আব্বাজান, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সাহারীর সময় জাগ্রত হলেন। মুয়াজ্জিন এসে ডাক দিলেন আর বললেন, নামায, নামায! আর তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নামায পড়ার জন্যে ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় লোকদের নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে মসজিদের দিকে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ দূর্ভাগা ইবনে মুলজান খারেজী মওলা আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর উপর তলোয়ারের এমন এক কঠোর আঘাত হানল, যার তীব্রতায় তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কপাল কান পর্যন্ত কেটে গেল, তলওয়ার মগজ পর্যন্ত পৌঁছে থামল। এতটুকুতে চারপাশ থেকে লোকজন দৌঁড়ে এল, ঐ দূর্ভাগা খারেজীকে ধরে ফেলল। এমন মর্মান্তিক দূর্ঘটনার ২ দিন পর তিনি رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন। (তারীখুল খুলাফা, পৃ-১৩৯)

তাঁদের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইবনে মুলজাম এর লাশের টুকরোকে পুড়ে ছাই করা হল

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাছান, সায়্যিদুনা ইমাম হুসাঈন ও সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন জাফর عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মওলা আলী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ গোসল দেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাছান মুজতাবা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জানাযার নামায পড়ান, রাতে রাজধানী কূফায় দাফন করেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

লোকেরা ইবনে মুলজাম এর মত অসৎ ও মন্দ পাপিষ্ঠের দেহকে টুকরো টুকরো করে একটি ঝুড়িতে রেখে আগুন লাগিয়ে দিল, আর তা জ্বলে পুড়ে ছাঁই হয়ে গেল। (তারীখুল খুলাফা, পৃ-১৩৯)

মওলা আলী كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর হত্যাকারীর হৃদয় কাঁপানো ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **'মাকতাবাতুল মাদীনা'** কর্তৃক প্রকাশিত **"ফয়যানে সুন্নত"** ২য় খন্ডের অন্তর্ভূক্ত ৫০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত অধ্যায় **"গীবত কী তাবাকারিয়া"** এর ১৯৯ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে : ইছমা আব্বাদানি বলেন: আমি জঙ্গলে ঘুরছিলাম। তখন আমি একটি গীর্জা দেখতে পেলাম। গীর্জায় এক পাদ্রী ছিল। ঐ পাদ্রীকে আমি বললাম, আপনি এই বিরান ভূমিতে সবচেয়ে আশ্চর্য ও অলৌকিক বস্তু দেখেছেন তা আমাকে বলুন! তখন তিনি বললেন: আমি একদিন এখানে উট পাখির ন্যায় একটি দৈত্যদেহী সাদা পাখি দেখলাম। সে ঐ পাথরটির উপর বসে বমি করল। বমির সাথে একটি মানুষের মাথা বেরিয়ে আসল। সে বমি করতেই চলল আর এর সাথে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেড়িয়ে আসতে লাগল। আর খুব দ্রুততার সাথে একটি অঙ্গ অপরটির সাথে জোড়া লাগতে রইল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তা একটি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয়ে গেল! ঐ মানুষটি যখনই উঠার চেষ্টা করল, তখনই ঐ দৈত্যদেহী পাখিটি তাকে ঠোকর মারল, তাকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলল। অতঃপর তাকে গিলে ফেলল। অনেকদিন পর্যন্ত আমি এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে থাকলাম। **আল্লাহ**র কুদরতের উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে গেল যে, **আল্লাহ** তায়ালা মৃত্যুর পরে জীবিত করতে সক্ষম, একদিন আমি ঐ দৈত্যদেহী পাখিটির কাছে গেলাম এবং তার কাছে জানতে চাইলাম যে, ওহে পাখি! আমি তোমাকে ঐ স্বত্তার কসম দিয়ে বলছি যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এবার যখন ঐ লোকটি সম্পূর্ণ গঠন হয়ে যায় তখন তুমি তাকে একটু ছেড়ে দিও, যাতে আমি তার সাথে কথা বলেতে পারি! তখন ঐ পাখিটি সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় বলল : "আমার **আল্লাহ** সব কিছুর বাদশাহ। প্রতিটি বস্তু ধ্বংসশীল আর তিনিই একমাত্র চিরস্থায়ী। আমি তাঁর একজন ফেরেস্তা, এই ব্যক্তির উপর আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে, যাতে গুনাহের শাস্তি দিতে থাকি।" যখন বমিতে ঐ মানুষ বের হল, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : ওহে নিজ আত্মার উপর জুলুম কারী ব্যক্তি! তুমি কে? আর তোমার এ অবস্থা কেন? সে উত্তর দিল: "আমি হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম। যখন আমি মারা গেলাম তখন **আল্লাহ** তায়ালার দরবারে আমার রূহ হাজির হল। তিনি আমাকে আমার আমল নামা দিলেন, যাতে আমার জন্ম থেকে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে শহীদ করা পর্যন্ত সকল পূণ্য এবং গুনাহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর **আল্লাহ** তায়ালা এই ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দেয়।" এতটুকু বলে সে চুপ হয়ে গেল আর দৈত্যদেহী পাখিটি তার উপর ঠোকর মেরে তাকে গিলে ফেলল এবং চলে গেল। (শরহুস সুদুর, পৃ-১৭৫)

কুপ্রবৃত্তির অনুসরনের ভয়ানক পরিণতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হত্যাকারী খারেজী, বাতিল, পথভ্রষ্টের কেমন ভয়ানক পরিণতি ঘটেছে! ঐ হতভাগা কেন এত বড় গুনাহ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল যেমনিভাবে তা প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে এক খারেজীয়া মহিলার প্রেমে আটকা পড়ে গিয়েছিল। ঐ খারেজীয়া মহিলাটি বিয়ের মোহরানা এটাই নির্ধারণ করেছিল যে,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তোমাকে হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে শহীদ করতে হবে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! দুনিয়ার প্রেমে ইবনে মুলজাম অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর সে হযরত মওলা মুশকিল কুশা, আলী মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে শহীদ করে দিল। এই অপদার্থের তো ঐ মহিলার সাক্ষাত পাওয়াটা মাটিতে মিশে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। হাতে নাতে তার এই সাজা মিলল যে, লোকেরা দেখতে না দেখতেই তাকে ধরে ফেলল। অবশেষে তার শরীরকে টুকরো টুকরো করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হল, সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার জন্য মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত ভয়ানক শাস্তির কথা আপনারা এই মাত্র জানলেন। ঐ দূর্ভাগাটি না এদিকের রইল না ওদিকের! হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সত্য বলেছেন, "সামান্য সময়ের জন্য কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করাটা দীর্ঘ পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়। (ইমাম বায়হাকী প্রণীত আয যুহদুল কবীর, পৃ: ১৫৭, হাদীস নং: ৩৪৪)

সাহাবায়ে কিরামদের মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসুলে আরবী, প্রিয় নবী করিম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার সাহাবীদেরকে মন্দ বল না। কেননা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ উহুদ (পাহাড়) সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও তাঁদের এক মুদ (ওজনের একটি পরিমাপ) সমপরিমাণ স্তরে পৌঁছবে না, এমন কি অর্ধেকেরও নয়।" (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ: ৫২২, হাদীস নং: ৩৬৭৩)

জিতনে তারে হে উস ছেরখে যি জা কে, জিস কদর মা পারে হ্যায় উস মাহ কে,
জা নশি হ্যায় জো মরদে হক আগাহ কে, আওর জিতনে হ্যায় শাহজাদে উস শাহ কে,
উন সব আহলে মাকানত পে লাখো সালাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেছেন : ৪ মুদে এক ছা হয়ে থাকে, আর এক ছা এর পরিমাণ হল সোয়া ৪ সের। অতএব ১ মুদ এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ সের আধা পোয়া অর্থাৎ আমার সাহাবী যদি সোয়া ৪ সের এর সমপরিমাণ গম দান করে আর তাঁরা ছাড়া অন্য কোন মুসলমান চাই গাউছ, কুতুব হোক অথবা সাধারণ মুসলমান পাহাড় ভর্তি সোনা দান করে তবে তাদের সোনা দান করাটা **আল্লাহ** তায়ালা নৈকট্য অর্জন ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে সাহাবীদের সোয়া সের গম সদকা করার সম মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না।এমনই অবস্থা রোযা, নামায এবং প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে। যখন মসজিদে নববী শরীফের নামায অন্য স্থানের নামাযের চেয়ে ৫০ হাজার গুণ বেশি মর্যাদা রাখে তখন যারা **হুজুর আকরাম, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শ আর দীদার দ্বারা ধন্য হয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে। এই হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان গণের আলোচনা সর্বদা উত্তম ভাষায় করা চাই। কোন সাহাবীকে অতি নিম্নমানের শব্দ দ্বারা স্মরণ করো না। ঐ সকল সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম যাদেরকে **আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের জন্য নির্বাচন করেছেন। যখন দয়ালু বাবা নিজ সন্তানকে কখনও খারাপ লোকদের সংস্পর্শে থাকতে দেন না, তবে মেহেরবান **আল্লাহ তায়ালা আপন নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কীভাবে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে থাকাটা পছন্দ করবেন?

রাসূলুল্লাহ তায়্যিব, উনকে ছব সাথী ভী তাহের হে,
চুনীদা বাহরে পা-কা হযরতে ফারুকে আ'যম হে।

(মিরআতুল মানাযীহ, ৮ম খন্ড, পৃ : ৩৩৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল সাহাবায়ে কেরাম ও সম্মানিত আহ্‌লে বাইত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা প্রদর্শন ও দৃঢ় বিশ্বাস সৌভাগ্য اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শুধুমাত্র আহ্‌লে সুন্নতের অনুসারীদের ভাগ্যেই জুটেছে। ইসলাম ধর্মে অটলতা পাওয়ার জন্যে, সাহাবী ও আহলে বাইতের ভালবাসার সুধা নিজে পান করে অন্যদেরও পান করানোর লক্ষ্যে এবং আউলিয়া কেরামদের বিশেষ দয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী পরিবেশে**র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। কেননা এই **মাদানী পরিবেশে**র সাথে সম্পৃক্ততা উভয় জগতে সফলতা লাভের অন্যতম মাধ্যম। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত **মাদানী পরিবেশে** ভ্রান্ত আকীদা ও আমলের নোংরামী আর নাপাকী থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সত্যের উপর অটল থাকার পরিপূর্ণ ধ্যান ধারণা তৈরী হয়। আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ানো জন্য একটি ঈমান সতেজকারী **মাদানী বাহার** পেশ করা হচ্ছে। যেমন :-

ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে তওবা

লতীফাবাদ, হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্দ) এর এক ইসলামী ভাই কিছুটা এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন ঃ কিছু অসৎ লোকের সংস্পর্শে উঠাবসার কারণে আমার ধ্যান-ধারণা একেবারে খারাপ হয়ে যায়, আমি তিন বছর পর্যন্ত ঘরে ওরশ শরীফ, মীলাদ শরীফ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় বাড়াবাড়ি করতে থাকি। প্রথম জীবনে দুরূদ শরীফের প্রতি আমার প্রচন্ড ভালবাসা ছিল কিন্তু খারাপ সংস্পর্শের কারণে দুরূদ শরীফ পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ একবার আমি দুরূদ শরীফের ফযীলত পড়লাম তখন পুরনো উৎসাহ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

আবার জেগে উঠল আর আমি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস করে নিলাম। একরাতে যখন দুরূদ শরীফ পড়তে পড়তে শুয়ে গেলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ স্বপ্নে সবুজ গম্বুজের যিয়ারত নসীব হয়ে গেল আর অনাকাঙ্খিতভাবে আমার মুখ থেকে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله এর ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে গেল। সকালে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম তখন আমার হৃদয়ের গভীরে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম যে তাহলে সঠিক পথ কোনটি? সৌভাগ্যবশত হঠাৎ করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলদের সুন্নতের প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলা** আমাদের ঘরের পাশেই একটি মসজিদে আসল। তখন কেউ আমাকে **মাদানী কাফেলা**য় সফরের দা'ওয়াত দেয়। যেহেতু আমি সন্দেহে ছিলাম সেহেতু সত্যের সন্ধানে আমি **মাদানী কাফেলা**র মুসাফির হয়ে গেলাম। আমি সাদা পাগড়ী পরিহিত ছিলাম কিন্তু সবুজ পাগড়ী ধারী **মাদানী কাফেলা**র ইসলামী ভাইয়েরা সফরের মধ্যে আমার কোন সমালোচনা করল না, আমার উপর কোন ঠাট্টা বিদ্রুপ ও করল না। বরং আমি যে নতুন সেটা আমাকে বুঝতেই দিল না। আমীরে কাফেলা **মাদানী ইনআমাত** এর পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সে মত আমল করার পরামর্শ দিলেন। আমি গভীরভাবে **মাদানী ইনআমাত** পড়ে দেখলাম আর তখনই চমকে উঠলাম! কেননা এতই সুন্দর শিক্ষণীয় **মাদানী ফুল** আমি জীবনে এই প্রথম বার পড়লাম। আশেকানে রাসূলদের সংস্পর্শ এবং **মাদানী ইনআমাত** এর বরকতে আমার উপর **আল্লাহ** তাআলার অশেষ দয়া হল। আমি **মাদানী কাফেলা**র সকল মুসাফির ইসলামী ভাইদের একত্রিত করে ঘোষণা করলাম যে, কাল পর্যন্ত আমি বদ আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলাম আর এখন আপনারা সবাই স্বাক্ষী হয়ে যান যে আজ থেকে আমি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তওবা করছি এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের** সাথে সম্পৃক্ত থাকার নিয়্যত করছি। ইসলামী ভাইয়েরা তাঁর উপর খুবই খুশী হলেন। পরবর্তী দিন আমি ৩০ টাকার এক প্রকারের মিষ্টান্ন দ্রব্য কিনে এনে শাহেন শাহে বাগদাদ হুজুর গউছে আজম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফাতেহার আয়োজন করলাম, নিজ হাতে তা বণ্ঠন করলাম। আমি ৩৫ বছর ধরে শ্বাস কষ্ঠের রোগে ভুগছিলাম। কোন রাত আমার কষ্ট ছাড়া কাটত না। এছাড়াও আমার ডান পাশের মাড়ির দাঁতে ব্যথা ছিল, যার কারণে আমি ভালভাবে খাবার খেতে পারতাম না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী কাফেলার** বরকতে সফরের সময়ে আমার শ্বাসের কোন ধরনের কষ্ট হল না, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি ডান পাশের মাড়ির দাঁত দ্বারা এখন বিনা কষ্টে খাবার খেতে পারছি। আমার অন্তর স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আকায়েদে আহ্‌লে সুন্নত সত্যপন্থী, আর **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পবিবেশ আল্লাহ** তায়ালা ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গ্রহণযোগ্য।

ছায়ে গর শায়তানাত, তু করে দের মত, কাফিলে মে চলে, কাফিলে মে চলো।
সোহবতে বদ মে পড়, কর আক্বীদা বিগড়, গর গিয়া হো চলে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু লোক **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য প্রার্থনা করার ব্যাপারে কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে থাকে। তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে কিছু প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

যদি একবার পড়ে অন্তরের প্রশান্তি না পান তবে তিন বার পড়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তর খুলে যাবে, সত্য কথা অন্তরে স্থান পাবে, কুমন্ত্রণা দূর হবে এবং অন্তরের প্রশান্তি নছীব হবে।

হযরত আলীকে মুশকিল কোশা বলা কেমন?

প্রশ্ন (১): হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে মুশকিল কোশা বলা কেমন? শুধুমাত্র **আল্লাহই** মুশকিল কোশা নয় কি?

উত্তর : মুশকিল কোশা শব্দের অর্থ হচ্ছে, "বিপদ দূরকারী, বিপদে সাহায্যকারী।" নিঃসন্দেহে প্রকৃত অর্থে **আল্লাহই** মুশকিল কোশা। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহে নবীগণ, সাহাবায়ে কেরাম, এবং আউলিয়াগণ এমনকি সাধারণ মানুষও মুশকিল কোশা ও সাহায্যকারী হতে পারে। এটাকে সাধারণভাবে বুঝে নেয়ার উদাহরণ হচ্ছে। যেমন; পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বোর্ড লাগানো রয়েছে "সাহায্যকারী পুলিশ ফোন নম্বর ১৫"। প্রত্যেকে এটা জানে যে পুলিশ চোর, ডাকাত ইত্যাদি থেকে বাঁচানোর কাজে, শত্রুর ক্ষতি এবং অন্যান্য বিপদ জনক স্থানে মুশকিল কোশা অর্থাৎ সাহায্য করার যোগ্যতা রাখে। মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে যে সকল সাহাবীরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন, সেখানে তাঁদের সাহায্যকারী সাহাবীদেরকে 'আনছার' বলা হয়। আর 'আনছার' শব্দের অর্থ হচ্ছে সাহায্যকারী। এগুলো ছাড়াও অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। যখন পুলিশ মুশকিল কোশা হতে পারে, সমাজের মেম্বার বিপদ দূরকারী হতে পারে, চৌকিদার যদি সাহায্যকারী এবং কাযী বা বিচারক যদি প্রার্থনা শ্রবণকারী হতে পারে তবে **আল্লাহ** তায়ালার দয়ায় হযরত মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم কেন মুশকিল কোশা হতে পারবে না?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

কেহদে কোয়ি ঘিরা হে বালাউ নে হাছান কো,
আয় শেরে খোদা বাহরে মদদ তেগে বকফ্ জা।

'মওলা আলী' বলা কেমন?

প্রশ্ন (২): মাওলানা সাহেব! মাফ করবেন, এখনই আপনি **'মওলা আলী'** বলেছেন, মূলত 'মওলা' হচ্ছেন শুধুমাত্র **আল্লাহই**।

উত্তর : নি:সন্দেহে প্রকৃতঅর্থে **আল্লাহ** তাআলাই মওলা। কিন্তু রূপক অর্থে অন্যদেরকেও মওলা বলাতে দোষের কিছু নেই। আজকাল ওলামায়ে কেরাম বরং দাঁড়ি বিশিষ্ট সাধারণ মানুষকেও'মওলা' বলে সম্বোধন করা হয়। কখনও কি আপনি 'মাওলানা' শব্দের অর্থের উপর গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন? যদি না করে থাকেন তবে শুনে নিন। 'মওলানা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আমাদের মওলা' দেখুন প্রশ্নেও 'মওলানা' অর্থাৎ 'আমাদের মওলা' বলাতে কোন কুমন্ত্রণা আসে না, তখন **'মওলা আলী'** বলাতে কেন কুমন্ত্রণা আসছে? اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم পড়ে শয়তানকে তাড়িয়ে দিন এবং মনে ভরসা রাখুন যে **'মওলা আলী'** বলাতে কোন প্রকারের ক্ষতি নেই বরং হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ 'মওলা' হওয়ার ব্যাপারটি তো হাদীসে পাকে স্পষ্ট উলেখ রয়েছে। সুতরাং শুনুন এবং 'আলী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ভালবাসায়' আনন্দে মেতে উঠুন।

আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা

ছরকারে দো আলম, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ হচ্ছে; مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ অর্থাৎ "আমি যার (মওলা) বন্ধু, আলীও তার বন্ধু।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, পৃ : ৩৯৮, হাদীস : ৩৭৩৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

'মওলা আলী' এর অর্থ

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাক 'আমি যার মওলা, আলীও তার মওলা' এর ব্যাখ্যায় বলেন, মওলা শব্দটির বহু অর্থ রয়েছে। যেমন: বন্ধু, সাহায্যকারী, আযাদকৃত গোলাম, গোলামকে আযাদকারী মওলা। এই হাদীসে পাকে মওলার অর্থ খলীফা বা বাদশাহ নয়। এখানে মওলা অর্থ বন্ধু, প্রিয়, অথবা সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত আর প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মুসলমানদের বন্ধুও এবং সাহায্যকারীও। এ কারণে তাঁকে **'মওলা আলী'** বলে থাকে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৮ম খন্ড, পৃ : ৪২৫)

কোরআনে পাকে **আল্লাহ** তা'আলা, জিব্রাঈল আমীন এবং নেককার মু'মীনদেরকে 'মওলা' বলা হয়েছে। যেমন পারা ২৮ সূরাতুত তাহরীম, আয়াত নং-৪ এর মধ্যে **আল্লাহ** তায়ালা ইরশাদ করছেন:

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

<u>**অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে**</u> : "তবে নিশ্চয় আল্লাহ তার সাহায্যকারী এবং জিব্রাঈল ও সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনগণ।"

কাহা জিসনে ইয়া গউছে আগিছনি তু দম মে,
হার আ-য়ি মুছিবত টলি গউছে আজম। (সামানে বখশিশ)

মুফাসসিরীনদের মতে 'মওলা'র অর্থ

প্রশ্ন (৩): আপনি 'মওলা' শব্দের অর্থ সাহায্যকারী লিখেছেন। অন্যান্য মুফাস্‌সিরীনগণও কি এই অর্থের ব্যাপারে একমত!

উত্তর : কেন একমত হবেন না! অবশ্যই একমত। বহু সংখ্যক তফসীরের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ ৬টি তফসীরের কিতাবের নাম উপস্থাপন করা হচ্ছে যার মধ্যে এই আয়াতে মুবারকার মধ্যে আসা 'মওলা' শব্দটির অর্থ বন্ধু এবং সাহায্যকারী লিখেছে,

{(১) তাফসীরে তাবরী, ১২তম খন্ড, পৃ : ১৫৪, (২) তাফসীরে কুরতুবী, ১৮তম খন্ড, পৃ-১৪৩, (৩) তাফসীরে কবীর, খন্ড ১০, পৃ : ৫৭০ (৪) তাফসীরে বাগবী, ৪র্থ খন্ড, পৃ : ৩৩৭, (৫) তাফসীরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, পৃ : ২৮৬, (৬) তাফসীরে নাসফী, পৃ-১২৫৭। নিম্নে ঐ ৪টি কিতাবের নাম উল্ল্যেখ করা হচ্ছে যার মধ্যে উক্ত আয়াতে মুবারকায় আসা 'মওলা' শব্দটির অর্থ 'সাহায্যকারী' করা হয়েছে। (১) তাফসীরে জালালাইন, পৃ : ৪৬৫, (২) তাফসীরে রূহুল মাআনী, ২৮ তম খন্ড, পৃ : ৪৮১, (৩) তাফসীরে বাইজাভী, ৫ম খন্ড, পৃ : ৩৫৬, (৪) তাফসীরে আবি সাঊদ, ৫ম খন্ড, পৃ : ৭৩৮}

ইয়া খোদা বাহরে জনাবে মুস্তফা ইমদাদ কুন,
ইয়া রাসূলালাহ আয বাহরে খোদা ইমদাদ কুন। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর সুন্দর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪): সুরা ফাতিহায় রয়েছে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ 'আমরা তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি' সুতরাং অন্য কারো থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাটা শিরক হবে?

উত্তর : উক্ত আয়াতে সাহায্য প্রার্থনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃত সাহায্য। অর্থাৎ **আল্লাহ** তায়ালাকে প্রকৃত মহা শক্তিশালী মনে করে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, 'ওহে দয়ালু রব! আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, এ বিষয়টি আসলে বান্দা থেকে সাহায্য চাওয়াটা শুধুমাত্র **আল্লাহ** তাআলার একান্ত অনুগ্রহের মাধ্যমে (তাদের থেকে চাওয়া) বুঝানো হচ্ছে, যেমন সূরা ইউসূফ রয়েছে,

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ

<u>অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে</u> ঃ "নির্দেশ নেই, কিন্তু **আল্লাহরই**।" (পারা ১২ আয়াত নং ৪০) অন্যত্র সূরা-বাকারা মধ্যে রয়েছে :

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ

অনুবাদ কানযুল ঈমান থেকে ঃ "তাঁরই যা কিছু আসমান সমূহে রয়েছে। এবং যা কিছু যমীনে।" (পারা ৩, আয়াত নং ২৫৫)

অবশেষে আমরা বিচারককে ফায়সালাকারী ও মেনে থাকি আবার নিজেদের জিনিস সমূহের মালিকানা ও দাবী করে থাকি। অর্থাৎ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল ফয়সালাকারী ও মূল মালিকানা কিন্তু বান্দাদের ক্ষেত্রে **আল্লাহ** তাআলার দয়াক্রমে উদ্দেশ্য। (জা'আল হক, পৃ-২১৫)

পবিত্র কুরআনে করীমের কতিপয় স্থানে গাইরুল্লাহকে সাহায্যকারী বলে আখ্যা দিয়েছে। এরই আওতায় ৪টি আয়াত আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেমন,

(১) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪৫)

ধৈর্য্য কি আল্লাহ? যার সাহায্য প্রার্থনার হুকুম দেওয়া হয়েছে? নামায কি আল্লাহ? যার সাহায্য প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

(২) وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "সৎ ও পরহেজগারীর উপর একে অপরকে সাহায্য কর।"

(পারা: ৬, সূরা আল মায়িদা, আয়াত ২)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া যদি সাধারণভাবে অসম্ভব হয়ে থাকে, তা হলে এই আয়াতের মাধ্যমে **আল্লাহ** তায়ালার হুকুমের মূল অর্থ কী?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

(৩) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "তোমাদের বন্ধুই হল **আল্লাহ,** তাঁর রসুল আর যারা ঈমান এনেছে যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর **আল্লাহর** উদ্দেশ্যে অবনত হয়ে থাকে।"

(পারা: ৬, সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৫৫)

(৪) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু স্বরূপ।" (পারা: ১০, সূরা আত-তাওবা, আয়াত ৭১)

উক্ত আয়াতটির তাফসীর এভাবে করা হয়েছে: তারা পরস্পর দ্বীনি ভালবাসা ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখেন। এবং একে অপরের সাহায্যকারী ও সহযোগী। (খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ১০, সূরা: তাওবা, আয়াত: ৭১)

সহীহ ইসলামী আকীদা অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি এই আকীদা পোষণ করত: নবী-ওলীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে যে, এরা **আল্লাহ** তায়ালার অনুমোদন ছাড়া নিজে লাভ-ক্ষতির মালিক : এ হল নি:সন্দেহে শিরিক। বরং এর বিপরীতে কেউ যদি বাস্তব সাহায্যকারী, লাভ-ক্ষতির আসল মালিক **আল্লাহকে** মেনে অন্য কাউকে বা কোন বস্তুকে রূপক অর্থে কেবল **আল্লাহর** দান হিসাবে সাহায্যকারী মনে করত: সাহায্য প্রার্থনা করে তা হলে কখনও শিরিক হবে না। আর আমাদের আকীদাও এটিই।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

যাই হোক, সূরা ফাতিহার اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ‘আমরা তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি’ আয়াতটি অবশ্যই সত্য। কিন্তু শয়তানের ধ্বংস হোক, শয়তান মানুষের মনের মাঝে কুমন্ত্রণা দিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করতে চায়। লক্ষ্য করুন, আয়াতে মোবারাকাটিতে জীবিত-মৃত বিশেষিত না করে বরং সাধারণভাবে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় **আল্লাহ** তায়ালা ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতটির শাব্দিক অর্থের দিক থেকে যা ‘কুমন্ত্রণা ওয়ালারা’ বুঝেছে অন্যের কথা দূরে থাক তারা নিজেরাও তো ‘শিরক’ থেকে বাঁচতে পারে না। যেমন, ভারী কোন বোঝা মাটিতে রাখা হল। উঠানো সম্ভব হচ্ছে না। কাউকে আহ্বান করে বলল, দয়া করে আমার বোঝাটি একটু উঠিয়ে দেবেন কি? তাদের সেই কুমন্ত্রণা অনুযায়ী এটি শিরক হল কি না? অনুরূপ হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ব্যস, চতুর্দিকেই তো **আল্লাহ** ছাড়া অন্যদের নিকট হতে সাহায্য চাওয়ার অগণিত দৃশ্য রয়েছে। যেমন, ‘ইনফাক ফি সবিলিল্ল-াহ’ বা **আল্লাহর** রাস্তায় ব্যয় করার অনেক ক্ষেত্রে মূল দাবীই “পারস্পরিক সহযোগীতা”! এতে সদকা, দান, ফিতরা, যাকাত, মসজিদ ও মাদ্‌রাসার জন্যে চাঁদা ও দান, কোরবানীর চামড়া উঠানো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি সবগুলোর স্বার্থ হল সাহায্য, সাহায্য এবং সাহায্যই। আরো একটু সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পাবেন, মাজলুমদের সাহায্যার্থে রয়েছে আদালত, অসুস্থদের সাহায্যার্থে রয়েছে হাসপাতাল, দেশের অভ্যন্তরীন বাসিন্দাদের সাহায্যার্থে রয়েছে পুলিশের ব্যবস্থাপনা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্যে রয়েছে সামরিক শক্তি, সন্তানদের লালন পালনের সাহায্যার্থে পিতামাতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

তাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের প্রয়োজন। মোটকথা জীবনে প্রতিটা কদমে **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কারো সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বরং মৃত্যুবরণ করার পর কাফন দাফনের ক্ষেত্রে **আল্লাহ** ব্যতীত অপরের সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত ঈসালে সাওয়াব এর মাধ্যমে সাহায্যের প্রয়োজন এবং আখেরাতেও সব চাইতে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে **প্রিয় আকা নবী করিম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত। এগুলো সবই **আল্লাহ** ছাড়া অন্যদের সাহায্যের বাস্তব উদাহরণ।

আজ লে উন কি পানাহ আজ মদদ মাঙ্গ উন ছে,
ফির না মানেঙ্গে কিয়ামত মে আগর মা-ন গেয়া।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য কামনার ক্ষেত্রে হাদীসে পাকে উৎসাহ

প্রশ্ন (৫): আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে উৎসাহ দানের কিছু হাদীসে পাকের বর্ণনা দিন।

উত্তর : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে প্রেরণা দায়ক দু'টি **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন।

❁ "আমার দয়ালু অন্তরে অধিকারী উম্মতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর রিযিক পাবে।" (জামে ছগীর, ইমাম সুয়ূতী প্রণীত, পৃ-৭২, হাদীস নং-১১০৬)

❁ "কল্যাণ এবং নিজ বিপদে সাহায্য ভাল চেহারা বিশিষ্ট লোকদের থেকে চাও।"

(ইমাম তাবরানী প্রণীত মু'জমে কবীর, খন্ড-১১, পৃ-৬৭, হাদীস নং-১১১১০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন, "দয়া আমার দয়ালু বান্দাদের থেকে চাও, তাদের আশ্রয়ে আরামে থাকবে, কেননা আমি আপন রহমতকে তাঁদের মাঝে রেখেছি।"

(মসনদে শিহাব, খন্ড : ০১, পৃ : ৪০৬, হাদীস : ৭০০)

অন্ধের চোখ মিলে গেল

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, এক অন্ধ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, **আল্লাহ**র দরবারে দুআ করুন, যেন আমি ভাল হয়ে যায়। ইরশাদ করলেন, "যদি তুমি চাও তাহলে দুআ করব, অন্যথায় সবর কর। আর এটা তোমার জন্য উত্তম হবে।" তিনি আরজ করলেন, হুজুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দু'আ করে দিন। তখন তাকে নির্দেশ দেয়া হল যে, ওযু কর এবং ভালভাবে ওজু কর আর দুই রাকাআত নামায পড়ে এই দুআাটি পড় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُکَ اَتوَسَّلُ وَاَتوَجَّهُ اِلَيْکَ بِنَبِيِّکَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ ط
يَا مُحَمَّدُ اِنِّیۡ تَوَجَّهۡتُ بِکَ اِلٰی رَبِّیۡ فِیۡ حَاجَتِیۡ هٰذِهٖ لِتُقۡضٰی لِیَ ط اَللّٰهُمَّ
فَشَفِّعۡهُ فِیَّ ط

অনুবাদ ঃ 'ইয়া **আল্লাহ**! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং উছিলা পেশ করছি আর তোমারই প্রতি মনোনিবেশ করেছি তোমার **নবী মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে, যিনি দয়ালু নবী।'

টীকা ঃ এই দুআটি ওযিফা হিসেবে পাঠ করার সময় "**ইয়া মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর স্থলে **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলবেন। (এর প্রমাণ ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ৩০ তম খন্ডের রিসালা "তাজালিল ইয়াক্বীন" এর পৃষ্ঠা নং ১৫৬-১৫৭ এর মধ্যে দেখুন)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আমি **হুজুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার হাজত সমূহ নিয়ে মনোনিবেশ হচ্ছি, যাতে আমার হাজত সমূহ পূর্ণ হয়ে যায়। হে **আল্লাহ**! তাঁর সুপারিশ তুমি আমার পক্ষে কবুল করে নাও। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হানিফ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, **আল্লাহর** কসম! আমরা উঠতেই পারলাম না, কথা বলছিলাম। এমন সময় সে আমাদের নিকট এল। মনে হল যেন, সে কখনও অন্ধই ছিল না! (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮৫, হাদিস: ১৩৮৫। তিরমিযী, : ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৬, হাদিস: ৩৫৮৯। আল মুজামুল কবীর, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩০, হাদিস: ৮৩১১)

'ইয়া রাসূলাল্লাহ' সম্পন্ন দোয়ার বরকতে কাজ হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পবিত্র হাদিস থেকে দূর থেকে **'ইয়া রাসুলাল্লাহ'** বলার অনুমতি পাওয়া যায়। কেননা, সেই সাহাবী আলাদা হয়ে এক কোণায় গিয়ে চুপি চুপি **'ইয়া রসুলাল্লাহ'** বলে আহবান করেছেন। আর সত্য এই যে, এই অনুমতিটি সেই অন্ধ সাহাবীটির জন্য বিশেষিত ছিল না। বরং ওফাতের পর প্রকাশ্যভাবে কেয়ামত সংঘঠিত হওয়া পর্যন্ত এর বরকতগুলো বিদ্যমান রয়েছে। হযরত সাইয়েদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আমীরুল মুমিনীন, জামেউল কুরআন হযরত সাইয়েদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খেলাফত কালে এই দোয়াটি এক অভাবীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। **তাবারানীতে শরীফে রয়েছে,** কোন ব্যক্তি তার কোন হাজত নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন হুনাইফ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর দরবারে হাজির হয়। তখন তিনি বললেন, ওযু করে নাও। এর পর মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে নাও। অত:পর এই প্রার্থনাটি কর: (এখানে সেই দোয়াটিই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যা এক্ষুণি হাদিস শরীফের আগের পৃষ্ঠায় উল্ল্যেখ করা হয়েছে) এবং (বললেন, এই দোয়ার শেষ শব্দ)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

'হাজতী' জায়গায় তোমার হাজতের নাম নেবে। লোকটি চলে গেল। যা তাকে বলা হয়েছিল সে তাই করল। তার হাজত পূর্ণ হল।

(আল মুজামুল কবীর, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩০, হাদিস: ৮৩১১)

ওফাতের পর নবী করীম ﷺ সাহায্য করলেন

হযরত সাইয়েদুনা ইমাম বোখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সময় একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল। এক ভদ্রলোক **হুজুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওজা শরীফে হাজির হয়ে আরজ করলেন: **ইয়া রসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উম্মতদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। কেন না, লোকজন অনাবৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। **প্রিয় নবী হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ভদ্র লোকটিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইরশাদ করলেন:তুমি ওমরের নিকট গিয়ে আমার সালাম বলবে। আর তাঁকে বলে দাও যে, বৃষ্টি হবে। (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা। ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮২। হাদিস: ৩৫)

সেই ভদ্রলোকটি ছিলেন রাসুলের সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা বেলাল বিন হারেছ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ। হযরত সাইয়্যিদুনা ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন, এই বর্ণনাটি ইমাম ইবনে আবি শায়বা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সহীহ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

(ফতহুল বারী, ৩য় খন্ড। পৃষ্ঠা: ৪৩০, হাদিস: ১০১০)

গম ও আলাম কা মারা হোঁ আকা বে সাহারা হোঁ
মেরি আসান হো হার এক মুশকিল ইয়া রাসুলাল্লাহ!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ। পৃষ্ঠা: ১৩৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হে আল্লাহর বান্দারা আমাকে সাহায্য করুন

প্রশ্ন (৬): কোন ব্যক্তি যদি বনে-জঙ্গলে কোন মুসিবতের শিকার হয়, তখন সে বাঁচার জন্য কী করতে পারে?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা মহান পাক দরবারে অঝোর নয়নে কেঁদে কেঁদে দোয়া করবে। কারণ, প্রকৃত তিনিই হাজত পূর্ণ করেন এবং সমস্যা সমাধান করে দেন। তাছাড়া বিশুদ্ধ মনে **সরওয়ারে কায়েনাত, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্য শিক্ষাগুলোর উপর আমল করবে। এমন সময়ের জন্য কী শিক্ষা রয়েছে তাও দেখুন। যথা; **নবীয়ে পাক, সাহেবে লাওলাক, সিয়াহে আফলাক, নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কারো কোন জিনিস যদি হারিয়ে যায়, অথবা কেউ যদি পথ হারিয়ে ফেলে, সাহায্যের দরকার পড়ে, কিংবা সে এমন জায়গায় অবস্থান করে যেখানে কোন সাহায্যকারী (বন্ধু-বান্ধব) নেই, তা হলে তার উচিত হবে এভাবে আহ্বান করা: يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَغِيْثُوْنِىْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَغِيْثُوْنِىْ অথার্ৎ ঃ হে **আল্লাহ**রবান্দারা আমাকে সাহায্য করুন। হে **আল্লাহ**র বান্দারা আমাকে সাহায্য করুন। কেননা, **আল্লাহ**র এমন কিছু বান্দা সর্বত্র রয়েছেন যাদের সে দেখতে পায় না। (আল মুজামুল কবীর। ১৭তম খন্ড। পৃষ্ঠা: ১১৭। হাদিস: ২৯০)

হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণিত উক্ত হাদিসটির টীকায় লিখেছেন: কিছু কিছু নির্ভরশীল ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এই হাদিসটি হাসান। মুসাফিরদের এর প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর মাশায়িখে কেরামগণ বলেছেন, এটি একটি পরীক্ষিত আমল। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বনে জন্তু পালিয়ে গেলে ...

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ, ছাহেবে কুরআনে মুবিন, মাহ্‌বুবে রাব্বিল আলামিন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের কারো বাহন (জন্তু) যদি কোন বিরাণ ভূমিতে বা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যায়, তা হলে এভাবে ডাক দেবে:

يَا عِبَادَ اللهِ اِحْبِسُوْا يَا عِبَادَ اللهِ اِحْبِسُوْا

অর্থাৎ : 'হে **আল্লাহ**র বান্দারা, থামিয়ে দিন। হে **আল্লাহ**র বান্দারা! থামিয়ে দিন।' **আল্লাহ** তায়ালার কিছু বান্দা রয়েছেন থামানোর জন্য। তাঁরা জন্তুটিকে থামিয়ে দেবেন।

(মুসনাদে আবি ইয়ালা। ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৮। হাদিস: ৫২৪৭)

শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের বাহনটি যখন পালিয়ে গেল!

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নাওয়াবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: 'আমার একজন শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ যিনি ছিলেন বড় মাপের আলেমে দীন। এক সময় মরুভূমিতে তাঁর বাহন (জন্তু)টি পালিয়ে গিয়েছিল। হাদিস শরীফটির জ্ঞান তাঁর নিকট ছিল।তিনি হাদিস শরীফের শব্দ সমূহ উচ্চারণ করলেন (অর্থাৎ দুই বার يَا عِبَادَ اللهِ اِحْبِسُوْا বললেন) সাথে সাথে **আল্লাহ** তা'আলা তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহনটি থামিয়ে দিলেন।' (আল আজকার। পৃষ্ঠা: ১৮১)

আপ জেয়সা পীর হোতে কিয়া গরজ দর দর পেহরোঁ
আপ ছে সব কুছ মিলা এয়া গাউছে আযম দস্তগীর!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

‘আল্লাহর বান্দারা’ বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে?

প্রশ্ন (৭): বনে-জঙ্গলে **আল্লাহ**র বান্দাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেখানে **আল্লাহ** তায়ালার বান্দা বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ‘হিছনে হাছীন’ কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আল হিরযুছ ছমীন’ কিতাবের ২৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: (এখানে) বান্দা দ্বারা হয় ফেরেশতা নতুবা জ্বিন বা অদৃশ্য মানব অর্থাৎ আবদালদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বে ইয়ার ও মদদগার জিনেঁ কুঈ না পুছে
এয়সোঁ কা তুঝে ইয়ার ও মদদগার বানায়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃতদের কাছে সাহায্য কেন চাইবেন?

প্রশ্ন (৮): মেনে নিলাম, জীবিতরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে। বনে-জঙ্গলে বান্দাদের ডাক দেওয়াও বুঝে এসেছে। কারণ, আজকাল বনে-জঙ্গলেও পুলিশের মোবাইল টিম সাহায্যের জন্য কখনও কখনও হাজির হয়ে যায়। যদিও হাদিস শরীফে পুলিশ উদ্দেশ্য নয়। তবু মানুষ তাদের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকা যেতে পারে ।কিন্তু ‘মৃত লোক’ থেকে কীভাবে সাহায্য চাওয়া যেতে পারে?

উত্তর : যে বাস্তবে মৃত তার নিকট থেকে নি:সন্দেহে সাহায্য চাওয়া যাবে না। কিন্তু আম্বিয়া, আউলিয়ারা তো ইন্তিকালের পরে ও জীবিত থাকেন। আর এভাবে আমরা জীবিতদের কাছে সাহায্য চেয়ে থাকি। এরা জীবিত। এ বিষয়ে দলিলগুলো দেখে নিন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুইশত বার দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

আম্বিয়ায়ে কেরামগণ জীবিত

নবীগণের কেবল সামান্য মুহূর্তের জন্য মৃত্যু আসে। অত:পর তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে তেমন জীবন দান করা হয়ে থাকে, যেভাবে দুনিয়াতে ছিল। নবীগণের জীবন (আলমে বরযখের জীবন) রূহানী, শারীরিক, দুনিয়াবী। (তাঁরা) সেভাবে যথাযথ জীবিত থাকেন যেভাবে দুনিয়াতে ছিলেন। (ফতাওয়ায়ে রজভীয়া, খন্ড ২৯, পৃষ্ঠা: ৫৪৫) **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ

অথার্ৎ : 'আল্লাহ তায়ালা নবীগণের শরীর মোবারককে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর নবীগণ জীবিত থাকেন। তাঁদের রিযিক দেওয়া হয়ে থাকে।' (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৯১। হাদিস: ১৬৩)

জানা গেল যে, নবীগণ জীবিত। তাছাড়া সহীহ হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, তাঁরা হজ্বও আদায় করে থাকেন এবং নিজ নিজ মাজারগুলোতে নামাযও পড়ে থাকেন। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ অর্থাৎ : 'সমস্ত নবী নিজ নিজ কবরগুলোতে জীবিত রয়েছেন, তাঁরা সেখানে নামায আদায় করে থাকেন।' (মুসনদে আবি ইয়ালা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২১৬, হাদিস: ৩৪১২)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুনাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, এই হাদিসটি সহীহ। (ফয়যুল কদীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৯) ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, বিভিন্ন সময়ে মানুষ মুকাল্লিফ (শরীয়তের দায়িত্বভূক্ত) থাকে না,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

তা সত্ত্বেও স্বাদ নেওয়ার জন্য তাঁরা আমল আদায় করে থাকেন। যেমন, নবীগণের নিজ নিজ কবরগুলোতে নামায পড়া, অথচ দুনিয়াই হচ্ছে আমলের জায়গা, আখিরাত নেক কাজ করার জায়গা নয়।

হযরত সায়্যিদুনা মুসা عَلَيْهِ السَّلَام আপন মাজারে নামায পড়ছিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মেরাজ রজনীতে হযরতু মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পাশ দিয়ে আমার গমন হয়েছিল। তখন তিনি লাল টিলার পাশে নিজ কবরে নামায পড়ছিলেন।” (মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১২৯৩, হাদিস: ২৩৭৪)

আম্বিয়া কো ভি আজল আনি হে, মগর এয়সি হে কেহ ফকত আনী হে।
পির উসী আন কে বাদ উন কি হায়াত, মিছলে সাবেক ওহী জিসমানী হে।
রূহ তো সব কি হে জিন্দা উন কা, জিসমে পুরনূর ভি রূহানী হে।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

আল্লাহর ওলীরা জীবিত

পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, শুহাদায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জীবিত। তাদেরকে মৃত বলো না, মনেও কর না। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : “আর যারা **আল্লাহ**র রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। হ্যাঁ, তোমাদের খবর নেই।” (পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: এরা যেহেতু জীবিত, তাই এদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাও জায়েয হল। যেসব বান্দা ইশ্‌কে ইলাহীর তরবারি হাতে নিয়ে খুন হয়ে গেছেন (অর্থাৎ খুন করা হয়েছে) তাঁরাও এর অন্তর্ভূক্ত। তাই হাদিসে পাকে রয়েছে, যারা পানিতে ডুবে মারা যায়, আগুনে পুড়ে মারা যায়, প্লেগ রোগে মারা যায়, যেসব মহিলা প্রসবকালে মারা যায়, তালেবে ইলমে দীন এবং মুসাফির সবাই শহীদ। (জাআল হক, পৃষ্ঠা: ২১৮)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **'ফতাওয়ায়ে রজভীয়া'**র ১৯তম খন্ডের ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বলছেন: **আল্লাহ**র ওলীগণও ওফাতের পরে ও জীবিত। কিন্তু নবীগণের মত নয়। (কেননা) নবীগণের জীবন রূহানী, শারীরিক এবং দুনিয়াবী। নবীগণ একেবারে সে রকম জীবিত যে রকম তাঁরা দুনিয়াতে ছিলেন। ওলীগণের জীবন তাঁদের চেয়ে কম এবং শহীদদের চেয়ে বেশি যাদের ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে: "যারা আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় তাদের তোমরা মৃত বলিও না। বরং তারা জীবিত।" (ফতাওয়ায়ে রজভীয়া, খন্ড ২৯, পৃষ্ঠা: ৫৪৫)

হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ**র ওলীগণ এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে অনন্ত চিরস্থায়ী আবাসের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যান। এবং নিজ প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন। তাঁদেরকে রিযিক দান করা হয়ে থাকে। তাঁরা সেখানে আনন্দে রয়েছেন। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। (আশিয়াতুল লুমআত,৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

لَافَرْقَ لَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَايَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ يَّنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ

অথার্ৎ: ‘**আল্লাহ**র ওলীগণের উভয় অবস্থায় (জীবন-মরণ) কোন পার্থক্য নেই। সে কারণে বলা হয়েছে, তাঁরা মরেন না, বরং এক ধরনের আবাস থেকে অন্য ধরনের আবাসে স্থানান্তরিত হন মাত্র।

(মিরকাতুল মাফাতীহ লিল কারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫৯)

আউলিয়া হ্যায় কোওন কেহতা মরগেয়ে,
ফানি ঘর ছে নিকলে বাকী ঘর গেয়ে।

নবীগণের এবং ওলীগণের জীবনের মাঝে পার্থক্য

ইমামে আহ্লে সুন্নত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه এক প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করেন: ‘নবীগণের কবরের জীবন প্রকৃত, অনুভূতিশীল এবং পার্থিব। **আল্লাহ** তায়ালার ওয়াদার সত্যতার জন্য তাঁদের উপর সাময়িক মৃত্যু আসে। অত:পর তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে সেই জীবনই প্রদান করা হয়। তাঁদের সেই জীবনে দুনিয়াবী বিধানই প্রযোজ্য থাকে। তাঁদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ বণ্টন করা যাবে না। তাঁদের পবিত্র স্ত্রীগণকে অন্য কেউ বিয়ে করা হারাম। তাছাড়া নবীগণের পবিত্র স্ত্রীগণের ইদ্দতও নেই। তাঁরা নিজ নিজ কবরগুলোতে পানাহার করেন, নামায পড়েন। আলেমগণের এবং শহীদগণের কবরের জীবন যদিও দুনিয়াবী জীবন থেকে উত্তম, কিন্তু সে জীবনের উপর দুনিয়াবী বিধানগুলো প্রযোজ্য হবে না। তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ-সম্পত্তি বণ্টনযোগ্য। তাঁদের স্ত্রীগণ ইদ্দত পালন করবেন।’

(মলফূজাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ৩৬১, সংক্ষেপিত)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মৃতের সাহায্য শক্তিশালী হয়ে থাকে

উপরোক্ত দলিলাদি থেকে এ বিষয়টি যখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, নবী ও ওলীগণ নিজ নিজ কবরগুলোতে জীবিত রয়েছেন, তা হলে যে দলিলের মাধ্যমে তাঁদের নিকট থেকে তাঁদের প্রকাশ্য জীবনে সাহায্য চাওয়া জায়েয, সরাসরি সেসব দলিলের উপর ভরসা করে দুনিয়া থেকে পর্দা করে ফেলার পরে ও জায়েয ও সঠিক হবে। যেমন; হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন, হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মারযূক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন: এক দিন শায়খ আবুল আব্বাস হাজরমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, জীবিতদের সাহায্য বেশি শক্তি রাখে না কি মৃতদের? আমি বললাম, কিছু কিছু লোক বলে থাকে, জীবিতদের সাহায্য বেশি শক্তি রাখে। আর আমি বলি যে, মৃতদের সাহায্য বেশি শক্তি রাখে। শায়খ বললেন, হ্যাঁ, এ কথাই বিশুদ্ধ। কেন না, ওফাতপ্রাপ্ত বুজর্গরা আল্লাহর দরবারে তাঁরই সাথে হয়ে থাকেন।

(আশিয়াতুল লুমআত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭৬২)

আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া নিয়ে শাফেঈ মুফতীর ফতোয়া

শায়খুল ইসলাম হযরত সাইয়েদুনা শিহাব রামালী আনছারী শাফে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ওফাত: ১০০৪হি.) এর কাছে ফতোয়া চাওয়া হল। হুজুর! বলুন, সাধারণ লোকেরা যে মুসিবতের সময় 'হে অমুক শায়খ' বলে আহ্বান করে এবং নবী-ওলীদের নিকট প্রার্থনা করে শরীয়ত অনুযায়ী এর বিধান কী? তিনি ফতোয়া দিলেন: নবী-রসূলগণ এবং সালিহ ও আলেমগণ থেকে তাঁদের ইন্তিকালের পরেও সাহায্য ও

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

সহযোগিতা চাওয়া জায়েয। (ফতাওয়ায়ে রামালী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭৩৩)

মৃত যুবকটি মুচকি হেসে বলল ...

ইমাম আরেফ বিল্লাহ ওস্তাদ আবুল কাসেম কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: সুপ্রসিদ্ধ ওলী হযরত আবু সাঈদ খাররয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মক্কা শরীফে এক যুবককে '**বাবে বনী শায়বা**'য় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। তিনি (মৃত ব্যক্তিটি) আমাকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন:

يَا اَبَا سَعِيْدٍ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاَحِبَّاءَ اَحْيَاءٌ وَّاِنْ مَّاتُوْا وَاِنَّمَا يُنْقَلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ

অর্থাৎ: 'হে আবু সাঈদ! আপনি কি জানেন না যে, **আল্লাহ**র প্রিয় বান্দারা জীবিত, যদিও তারা মারা যান। ব্যাপারটি তো কেবল এমনই যে, উনারা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হন মাত্র।'

(রিসালায়ে কুশাইরিয়া। পৃষ্ঠা: ৩৪১)

আল্লাহর তায়ালার প্রত্যেক প্রিয় বান্দা জীবিত

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আল্লাহর ওলীগণের ওফাতের পরের অবস্থা কেমন মহান যে, আউলিয়াদের শান বর্ণনা করে দেন। সাথে দেখা লোকের নামও। এর অনুরূপ আর একটি ঘটনা বলছি। শুনুন: হযরত সাইয়েদুনা আবু আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, আমি এক ফকীরকে কবরে দিলাম। যখন কাফন খুললাম, তাঁর মাথাটি মাটিতেই রাখা ছিল, যাতে **আল্লাহ** তায়ালার তার অভাবের উপর দয়া করেন, তখন তিনি তাঁর চক্ষুদ্বয় খুলে ফেললেন। আর আমাকে বললেন, হে আবু আলী! যিনি আমাকে নিয়ে গর্ব করেন আমাকে কি তাঁর সামনে লজ্জিত করছেন?

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, হুজুর মৃত্যুর পরেও জীবন রয়েছে? তিনি বললেন, بَلٰى اَنَا حَیٌّ وَّكُلُّ مُحِبٍّ لِلّٰهِ حَیٌّ অথার্ৎ: 'হ্যাঁ, আমি জীবিত। আর **আল্লাহ** তায়ালার প্রিয় বান্দা সবাই জীবিত।'

(শরহুস সুদুর। পৃষ্ঠা: ২০৮)

আউলিয়া কিস নে কাহা কেহ মর গেয়ি,
কায়দ সে ছুটে ওহ আপনে ঘর গেয়ি।

প্রশ্ন (৯): আমি একজন হানাফী মাযহাবের লোক। আপনি আমাকে বলুন যে, আমাদের ইমাম আবু হানিফাও কি কখনও **আল্লাহ** ছাড়া অন্যের থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন?

উত্তর : চাইবেন না কেন? কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **রাসুলে পাকের** দরবারে সাহায্যের প্রার্থনা করত: **'কাসীদায়ে নোমানে'** আবেদন করছেন:

يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنْزَ الْوَرٰى   جُدْلِیْ بِجُوْدِكَ وَاَرْضِنِیْ بِرِضَاكَ

اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ   لِاَبِیْ حَنِيْفَةَ فِی الْاَنَامِ سِوَاكَ

অথার্ৎ : 'হে মানব ও দানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ, **আল্লাহর** নেয়ামতের ভান্ডার! **আল্লাহ** তায়ালা আপনাকে যা দান করেছেন তা থেকে আপনি আমাকেও দান করুন। **আল্লাহ** তায়ালা স্বয়ং আপনাকে সন্তুষ্ট করেছেন। আপনি আমাকেও সন্তুষ্ট করুন। আমি আপনার দানের আশা নিয়ে আছি। সমস্ত সৃষ্টি জগতে আপনি ছাড়া আবু হানিফার জন্য অন্য কেউ নাই।

(কাসীদায়ে নোমানিয়া মাআল খায়রাতিল হিসান। পৃষ্ঠা: ২০০)

পড়ে মুঝ পর না কুছ ইফতাদ ইয়া গাউছ
মদদ পর হো তেরি ইমদাদ ইয়া গাউছ। (যওকে নাত)

‘ইয়া আলী মদদ’ বলার প্রমাণ

প্রশ্ন (১০): ‘ইয়া আলী মদদ’ বলার পক্ষে প্রকাশ্য কোন দলিল পেশ করলে তো মদীনা মদীনা।

উত্তর : পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে **আল্লাহ** ছাড়া এমন কারো থেকে তাদের জাহেরী জীবনে এবং ওফাতের পরেও সাহায্য চাওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে।

তা সত্ত্বেও প্রাকাশ্যে **‘ইয়া আলী মদদ’** বলার দলিলও লক্ষ্য করুন। যেমন: আমার আক্বা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নত মুজাদ্দিদে দীন ও মিলাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রজভীয়া**র ৯ম খন্ডের ৮২১ ও ৮২২ পৃষ্ঠায় লিখছেন: ‘শাহ মোহাম্মদ গাউছ গাওয়ালিয়ারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিতাব **‘জাওয়াহেরে খামসা’** বিভিন্ন প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কেরাম যা অজিফা স্বরূপ অনুমতি দিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীও অন্তভুক্ত ছিলেন। সে কিতাবটিতে রয়েছে, **‘নাদে আলী’**টি সাত বার, তিন বার, কিংবা একবার পড়বে। সেটি হল:

نَادِ عَلِيًّا مَّظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّکَ فِيْ النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ
وَّغَمٍّ سَيَنْجَلِيْ بِوِلَا يَتِکَ يَا عَلِيُّ يَاعَلِيُّ يَا عَلِيُّ

অনুবাদ : হযরত আলীকে আহ্বান কর, যিনি আশ্চর্য সমূহের প্রকাশস্থল। তাঁকে তুমি তোমার সকল মুসিবতে সাহায্যকারী রূপে পাবে। যে কোন দু:খ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দুরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পযন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ (বেলায়তের) ওসীলায়। হে আলী! হে আলী!! হে আলী!!! (জাওয়াহিরে খামসা অনুদিত। পৃষ্ঠা: ২৮২, ৪৫৩)

'ইয়া আলী' বলা যদি শিরক হয় তবে...

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আরো বলেন : 'মওলা আলীকে মুশকিল কুশা বলে মানা সাহায্যকারী জানা, দু:খ-দূর্দশায়, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় তাঁকে আহ্বান করা, ইয়া আলী ইয়া আলী বলা যদি শিরক হয়ে থাকে, তা হলে তো (**আল্লাহ**র পানাহ) এরা সকল আউলিয়ায়ে কেরামগণ মুশরিক ও কাফের হয়ে যাবেন। আর সব চেয়ে বড় ও কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবেন (**আল্লাহ**র পানাহ) শাহ ওয়ালিউল্লাহ। যিনি মুশরিকদেরকে **আল্লাহ**র ওলী বলে মনে করতেন!

اَلْعِيَاذُ بِاللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْحَقِّ الْمُبِيْن

মুসলমানরা দেখুন যে ইয়া আলী, ইয়া আলী বলাকে শিরিক সাব্যস্ত করার কি শাস্তি মিলল। অন্যায় ভাবে মুসলমানদের কে মুশরিক বলতে হত না, আর সামনে পিছনের লোকদেরকে মুশরিক বানানোর বিপদ সহ্য করতে হত না। এসব থেকে এটা উত্তম যে, সঠিক পথে চলে আসুন। সত্য মুসলমানদের মুশরিক বানাবেন না, অন্যথায় নিজের ঈমানের চিন্তা করুন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৮২১,৮২২ সংক্ষেপিত)

সখত দুশমন হে হুসন কি তাক মে,
আল মদদ মাহবুবে ইয়াজদা আলগিয়াছু।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

'ইয়া গাউছ' বলার প্রমাণ

প্রশ্ন (১১): অনুরূপ **'ইয়া গাউছ'** বলারও কি কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়?

উত্তর : কেন পাওয়া যাবে না। এমনিতেই তো যথেষ্ট প্রমাণ আগে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্য দলিলই বিদ্যমান। যেমন; সুপ্রসিদ্ধ হানাফী আলেম হযরত আল্লামা মাওলানা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন: হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, যে ব্যক্তি কোন দুঃখ-কষ্টের সময় আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে তার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি কঠিন অবস্থায় আমার নাম নেবে, তার দুরবস্থা কেটে যাবে। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের সময় **আল্লাহ্** তা'আলার নিকট আমাকে মাধ্যম বানাবে, তার হাজাতগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে। হযরত আল্লামা মাওলানা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه লিখেছেন, হুজুর গাউছে পাক **'নামাযে গাউছিয়া'**র নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরাতুল ফাতিহার পরে ১১, বার সূরা ইখলাস পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় ১১ বার সালাত ও সালাম اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه পাঠ করবে। অত:পর বাগদাদের দিকে (পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য উত্তর দিকে) ১১ কদম দেবে। প্রতি কদমে আমার নাম নিয়ে নিজের হাজত (সমস্যা) আরজ করবে। আর নিচের শের দুইটি পাঠ করবে:

اَيُدْرِكُنِي ضَيْمٌ وَاَنْتَ ذَخِيْرَتِيْ   وَاُظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَاَنْتَ نَصِيْرِيْ

وَعَارٌ عَلٰى حَامِي الْحِمٰى وَهُوَ مُنْجِدِيْ اِذَا ضَاعَ فِي الْبَيْدَاءِ عِقَالُ بِعِيْرِيْ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

আমার উপর কি জুলুম করা হবে, যেক্ষেত্রে আপনিই আমার কর্ণধার? দুনিয়াতে কি আমার উপর অত্যাচার করা হবে, যেক্ষেত্রে আপনিই আমার সাহায্যকারী? গাউছে পাকের আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় বন-জঙ্গলেও যদি আমার উটের রশি হারিয়ে যায়, তা হলে আমার রক্ষণাবেক্ষণকারীর পক্ষে এ বিষয়টি লজ্জাঙ্করই বটে। এ কথা বলে হযরত মোলা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ইরশাদ করছেন:

হুসনে নিয়ত হো খতা তো কভি করনা হি নিহিঁ
আজমায়া হে য়াগানা হে দোগানা তেরা। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন, হযরত গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه মুসলমানদের শিক্ষা দিচ্ছেন, বিপদের সময় তোমরা আমার সাহায্য প্রার্থনা করিও। হানাফী মাযহাবের জগদ্বিখ্যাত আলেম হযরত সায়্যিদুনা মোলা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এটিকে প্রত্যাখ্যান করার কোন পথ নেই মর্মে বলেছেন যে, 'এই নামাযে গাউছিয়ার পরীক্ষা বার বার করে করা হয়েছে। নিতান্তই বিশুদ্ধ পাওয়া গেছে।'

এতে করে বুঝা যায় যে, ওফাতের পর বুজর্গদের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা কেবল জায়েযই নয়, বরং উপকারীও বটে।

(জাআল হক। পৃষ্ঠা: ২০৭)

গাউছে পাকের ঈমান তাজাকারী তিনটি বাণী

হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه 'আখবারুল আখিয়ার' কিতাবে হুযুর গাউছে আযম, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর বরকতময় যেসব বাণী বর্ণনা করেছেন তন্মধ্য থেকে তিনটি উল্লেখ করা হল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

{১} আমার কোন মুরিদের পবিত্রতার পর্দা (সতর) যদি পূর্বপ্রান্তে খুলতে থাকে, আর আমি যদি পশ্চিমপ্রান্তেও অবস্থান করি তা হলে আমি তার পর্দা ঢেকে দিব। {২} কেয়ামত পর্যন্ত আমি আমার মুরিদের সাহায্য করতে থাকব, সে যদি (সামান্য) বাহন থেকেও পড়ে যায়। {৩} যে ব্যক্তি বিপদের সময় আমাকে স্মরণ করবে ‘আল মদদ ইয়া গাউছ’ বলবে তার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

(আখবারুল আখিয়ার। পৃষ্ঠা: ১৯)

কসম হে কেহ্ মুশকিল কো মুশকিল না পায়া
কাহা হাম নে জিস ওয়াক্ত ‘ইয়া গাউছে আযম’। (যওকে নাত)

প্রশ্ন (১২): শায়খ আবদুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তো আরবি-ফার্সী ভাষায় কথা বলতেন। অন্য সব ভাষায় যেমন; উর্দু, বাংলা, ইংরেজী, পশতু, গুজরাটী, পাঞ্জাবী ইত্যাদিতে তাঁকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি তা কীভাবে সাহায্য করবেন?

উত্তর : কোন মহিলা তার স্বামীকে যেকোন ভাষাতেই কষ্ট দিক না কেন তার ভবিষ্যত স্ত্রী জান্নাতী হুরেরা তা বুঝে নিতে পারে। যেমন:

জান্নাতী হুরদের ভিন্ন ভাষা বুঝার ক্ষমতা

নবী করীম হুজুর পুরনুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “কোন মহিলা যখন দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন তার বেহেশতী হুর স্ত্রীগণ বলে থাকে, لَاتُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا অর্থাৎ **আল্লাহ্** তায়ালা তোমার ধ্বংস করুন, তাকে তুমি কষ্ট দিও না। তিনি তোমার কাছে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

কিছু দিনেরই মেহমান। শীঘ্রই তিনি তোমার নিকট থেকে পৃথক হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৯২, হাদিস নং-১১৭৭)

হুরেরা যখন বিভিন্ন ভাষা বুঝতে পারে, তখন অলিকুল সম্রাট হুজুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ওফাতের পর বিভিন্ন ভাষা কেন বুঝতে পারবেন না!

হাদিস শরীফটির ঈমান উদ্দীপক ব্যাখ্যা

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত হাদিসটির টীকায় (মিরকাত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৯৮) বলেছেন: হাদিসটি থেকে কয়েকটি মাসআলা বেরিয়ে আসে। {১} হুরগুলো নূরানী হওয়ার কারণে বেহেশতে অবস্থান করে পৃথিবীর ঘটনাগুলো দেখতে পায়। দেখুন তো, ঝগড়া হচ্ছে কোন বন্ধ রুমে, অথচ তা দেখে নিচ্ছে হুরেরা! মিরকাত প্রণেতা হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ স্থানে বলেন: ঊর্ধ্বলোকের ফেরেশতারা দুনিয়াবাসীদের প্রতিটি আমল সম্পর্কে খবর রাখেন। {২} মানবকুলের পরিণতি সম্পর্কে হুরেরা জানে। যেমন; অমুক মুত্তাকী মুমিন লোকটি মৃত্যু বরণ করবেন (তাই তো তারা বলে, ‘শীঘ্র তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবেন’)। {৩} মানবকুলের মর্যাদা সম্পর্কিত জ্ঞান, যেমন; কিয়ামতের পর অমুক মানুষটি বেহেশতের অমুক স্তরে অবস্থান করবেন। {৪} হুরেরা এখান থেকেই তাদের মানুষ স্বামীদের চিনে। {৫} এখন থেকেই আমাদের দুঃখে হুরদের দুঃখ হয়। হুরদের জ্ঞানের অবস্থা যদি এমন হয়ে থাকে, তা হলে **হুজুর পুর নূর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে সেরা জ্ঞানের অধিকারী তাঁর ইলম সম্পর্কে কী বলার থাকতে পারে? মুফতি ছাহেব সামনে আরও বলেছেন: {৬} **হুজুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেহেশতের অবস্থাদি (এবং)

হুরদের কথাবার্তা সম্পর্কেও জানেন। অথচ কথাগুলো বলছে সেই হুরই যার স্বামী রয়েছে ওই ঘরটিতে। অর্থাৎ তিরমিযী শরীফে হাদিসটি 'গরীব'।

কিন্তু ইবনে মাজার রেওয়াতে গরীব না। এই গরীব হওয়া কিন্তু ক্ষতিকর নয়। কেননা, কুর'আন শরীফ হাদিসটির সহায়ক ঘোষণা দিচ্ছে। **আল্লাহ** তাআলা ফেরেশতাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন: يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: "তোমরা যা যা কর তা তারা জানে।" (আল ইনফিতার, আয়াত- ১২)

ইবলিস এবং ইবলিসের বংশধরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "নিশ্চয় সে আর তার বংশীয়রা সেখান থেকে তোমাদের দেখতে পায়, তোমরা কিন্তু তাদের দেখতে পাও না।" (পারা: ৮ । সূরা আরাফ । আয়াত: ২৭)

হাদিস শরীফের সহায়ক যখন কুর'আন শরীফের আয়াত হয়ে যায়, তখন 'দুর্বল' হাদিসও 'শক্তিশালী' হয়ে যায়। (মিরআত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৯৮)

যাই হোক, আখিরাত-জগতের বিষয়াদি **আল্লাহ্** কর্তৃক প্রদত্ত এবং স্বভাব-বিরুদ্ধই বটে। তাদের সাথে দুনিয়ার কিছুর সাথে তুলনাকরা যায় না। অর্থাৎ যে ব্যাপারগুলো দুনিয়াতে কষ্ট করে (কোন না কোন চেষ্টায়) লাভ করা যায়, সেগুলো সেখানে কেবল প্রদত্তভাবেই লাভ হয়ে যায়। হযরত মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলছেন:

لِاَنَّ اُمُوْرَ الْاٰخِرَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلٰى خَرْقِ الْعَادَةِ

অর্থাৎ : কেননা, আখিরাতের বিষয়গুলো (দুনিয়াবী) স্বভাবের বিরুদ্ধ ধরনের। (মিরকাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৪, হাদিস নং ১৩১ এর টীকা)

রাস্তে পুরখার, মঞ্জিল দূর, বন সুনসান হে আল মদদ,
আয় রেহনুমা! ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৫২২)

আল্লাহ্ যখন সাহায্যকারী, তো অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন (১৩) : এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী, যে ব্যক্তি মনকে এভাবে বানিয়ে ফেলে যে, সে কেবল **আল্লাহর** কাছেই সাহায্য চাইবে। কারণ, **আল্লাহ্** তায়ালা যেক্ষেত্রে সাহায্য করার ক্ষমতাবান, তা হলে কেবল তার কাছেই সাহায্য চাওয়াই তো হবে সাবধানতা।

উত্তর : নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্** তায়ালা সাহায্য করতে ক্ষমতাবান। বাস্তবে সকল কর্ম তিনিই সম্পাদন করেন। কেউ যদি কেবল **আল্লাহ্** তায়ালার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে, তা হলে তার উপর কোনরূপ অভিযোগ নেই। তা সত্ত্বেও 'সাবধানতা বশত: অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করা' শয়তানেরই এক বড় শয়তানি। কেন না, সে লোকটির মনকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। যে কারণে সে 'সাবধানতা'র নামে একটি কুমন্ত্রনার উপরই আমল করে যাচ্ছে। হতে পারে সে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাইল, তাতে কোন ভুল হল। সে যদি কুমন্ত্রনার শিকার না হয়ে থাকত, তা হলে সেটিকে 'সাবধানতা' নাম দিল কেন? তাকে তার কুমন্ত্রনার চিকিৎসা করা দরকার। কেন না, সেই কুমন্ত্রনায় না পড়ার জন্য কুরআন-হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় নির্দেশ রয়েছে। **আল্লাহ্** ও তাঁর রাসুল স্বয়ং অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার অনুমতি দিচ্ছেন। অথচ এরা নিজেদের

কুমন্ত্রনার মারটি দিচ্ছে সাবধানতার আড়ালে'। এমন লোকদের পক্ষে কুর'আন করীমের নিচের ছয়টি পবিত্র আয়াত ঠান্ডা মাথায় অনুধাবন করা উচিত। **আল্লাহ্** নয় এমন কারো থেকে সাহায্য প্রার্থনা করার বিষয় সাফ সাফ হরফে পরিষ্কার আলোচনা বিদ্যমান। যেমন:

(১) সৎকাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "তোমরা সৎকাজ ও পরহেজগারিতে একে অপরের সাহায্য করবে। গুনাহ্ ও অত্যাচারমূলক কাজে পরস্পর সাহায্য করো না।" (পারা: ৬, সূরা মায়িদা, আয়াত: ২)

(২) ধৈর্য্য আর নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর:

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ** : "তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।"

(পারা: ১, বাকারা, আয়াত- ৪৫)

(৩) হযরত সেকান্দার যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه সাহায্য চাইলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা সেকান্দার যুলকারনাইন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه পশ্চিম দিকে সফর করেছিলেন। তখন কোন এক জাতির অভিযোগে ইয়াজুজ, মাজুজ এবং সেই জাতির মধ্যে দেওয়াল প্রতিষ্ঠা করতে তাদেরকে তিনি বললেন: فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ** : "তোমরা আমাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য কর।"

(পারা: ১৬, সূরা: আল কাহাফ, আয়াত: ৯৫)

(৪) আল্লাহ্‌র দীনকে সাহায্য কর: اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "তোমরা যদি **আল্লাহ্**র দীনকে সাহায্য কর, তা হলে **আল্লাহ্** তোমাদের সাহায্য করবেন।"

(পারা: ২৬, সুরা মোহাম্মদ, আয়াত-৭)

(৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে স্বয়ং নবী কর্তৃক সাহায্য প্রার্থনা করা: হযরত সাইয়েদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَيْهِ السَّلَام ইরশাদ করেন:

مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "কারা হবে **আল্লাহ্**র দিকে আমার সাহায্যকারী। হাওয়ারীরা বলল, আমরা হব **আল্লাহ্**র দীনের সাহায্যকারী।" (পারা: ৩, সুরা আলে ইমরান, আয়াত- ৫২)

(৬) আল্লাহ্ কর্তৃক আল্লাহ্ ছাড়া এমন কাউকে সাহায্যকারী ঘোষণা প্রদান:

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَ جِبْرِیْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِیْرٌ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : "নিশ্চয় **আল্লাহ্** তাদের সাহায্যকারী, জিবরাঈল, নেক্‌কার মুমিন অত:পর ফেরেশতারা সাহায্যের উপর রয়েছে।" (পারা: ২৮, সুরা তাহরীম, আয়াত- ৪)

কুন কা হাকেম কর দিয়া আল্লাহ্ নে ছরকার কো
কাম শাখোঁ সে লিয়া হে আপ নে তলোয়ার কা। (সামানে বখশিশ)

মানুষ অন্য কারো সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না

প্রশ্ন (১৪): আপনার বলার উদ্দেশ্য কি এই যে, মানুষ বলতেই **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

উত্তর : জী হ্যাঁ। যেমন ধরুন, আপনি কাজে যাচ্ছেন। হঠাৎ আপনার গাড়িটি রাস্তায় আটকে গেল। ধাক্কা দেওয়ার দরকার হল। কী করবেন? নিরুপায় হয়ে রাস্তার লোকজনদের কাছেই আবেদন করতে হবে, ভাই মেহেরবানী করে গাড়িতে একটু ধাক্কা লাগাবেন কি? কেউ হয়ত দয়া পরবশ হয়ে ধাক্কা দেবেন। তা হলেই তো আপনার গাড়িটি চলতে পারবে। আপনি দেখলেন যে, আপনার কোন প্রয়োজন দেখা দিল। আপনি **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য চাইলেন। তারা সাহায্য করলও। আপনিও উদ্ধার পেলেন। আপনি যদি বলেন, এ তো জীবন্ত মানুষেরাই সাহায্য করেছে। তা হলে ওফাতের পরেও সাহায্যের এমন সব দলিল পেশ করছি, যে সাহায্যের সুফল প্রতিটি মুসলমান ভোগ করছেন। যেমন:

৫০ এর স্থলে ৫ ওয়াক্ত নামায কীভাবে হল?

হযরত সায়্যিদুনা আনস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “**আল্লাহ্** তায়ালা আমার উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দিয়েছিলেন। আমি যখন হযরত মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট এলাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, **আল্লাহ্** তায়ালা আপনার উম্মতের উপর কী ফরজ করে দিয়েছেন? আমার কথা শুনে তিনি বললেন, আপনি আপনার রবের নিকট পুনরায় যান। আপনার উম্মতেরা এত নামাযের ক্ষমতা রাখে না। আমি পুনরায় **আল্লাহ্**র দরবারে গেলাম। তা থেকে কিছু কমিয়ে দেওয়া হল। যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট আবার এলাম, তিনি আমাকে আবার পাঠিয়ে দিলেন। **আল্লাহ্** বললেন, ঠিক আছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কিন্তু পঞ্চাশেরই স্থানে। কেননা, আমার কথার পরিবর্তন হয় না। এবার মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি **আল্লাহ্**র দরবারে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

আবার যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমি জবাবে বললাম, আবার **আল্লাহ্**র নিকট যাওয়া আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে!

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৬। হাদিস: ১৩৯৯)

আপনারা দেখলেন তো, হযরত মুসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁরপ্রকাশ্য ওফাতের আড়াই হাজার বছর পর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের জন্য এই সাহায্যটি করলেন যে, মেরাজ রজনীতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের স্থলে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে এলেন। **আল্লাহ্** তাআলা জানতেন যে, নামায পাঁচই থাকবে। কিন্তু পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করে দিয়ে পরে দুইজন প্রিয় বান্দার মাধ্যমে পাঁচে নিয়ে আসবেন। এখানে সূক্ষ্ম কথাটি হল, যেসব লোক শয়তানের কুমন্ত্রনায় পড়ে ওফাত প্রাপ্তদের সাহায্য ও সহযোগিতার বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করে ফেলে, তারাও পঞ্চাশ না পড়ে পাঁচই তো পড়ে থাকে। অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণে নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো সাহায্য অন্তর্ভূক্ত।

জান্নাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

জান্নাতে ও **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো সাহয্যের প্রয়োজন হবে। জী হ্যাঁ, **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর পূরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান হচ্ছে : "জান্নাতিরা জান্নাতে ওলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী হবে। **আল্লাহ** তায়ালা ইরশাদ করবেন : تَمَنَّوْا عَلَيَّ مَا شِئْتُمْ "আমার থেকে যা ইচ্ছা চাও!" জান্নাতীরা ওলামায়ে কেরামদের জিজ্ঞাসা করবে যে, নিজের প্রভুর কাছে কি চাইব, ওলামায়ে কেরামগণ বলবেন : এটা চাও, ওটা চাও।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

فَهُمْ يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِمْ فِيْ الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِمْ فِيْ الدُّنْيَا

অথার্ৎ : ‘অতএব, লোকেরা যেভাবে দুনিয়াতে ওলামায়ে কেরামের দিকে মুখাপেক্ষী রয়েছে, জান্নাতে ও তাদের মুখাপেক্ষী হবে।’

(আল জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী। পৃষ্ঠা: ১৩৫। হাদিস: ২২৩৫)

মানুষ সাধারণত: জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে। কখনও মাতা-পিতার, কখনও বন্ধু-বান্ধবের, কখনও পুলিশের আবার কখনও পথ চলা সাধারণ মানুষের। এমতাবস্থায় ‘সাবধানী’ হয়ে বসে থাকাতে তার কী সাফল্য আসতে পারে? হ্যাঁ, যারা বাস্তবেই কুমন্ত্রনার শিকার হয়নি, **আল্লাহ্**র দান স্বরূপ তারা সত্য অন্তরে অন্যকে সাহায্যকারী হিসাবে মেনে নেয়, এ সত্ত্বেও যে, তারা কেবল **আল্লাহ্**রই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে, তা হলে এতে কোনই সমস্যা নাই।

তো হে নায়েব রব্বে আকবর পেয়ারে হার দম তেরে দর পর
আহলে হাজত কা হে মেয়লা صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم। (সামানে বখশিশ)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া কি কখনও ওয়াজিব হয়?

প্রশ্ন (১৫): কোন কারণে কি গাইরুল্লাহর (**আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব হয়ে যায়?

উত্তর : জী, হ্যাঁ। এমনও রয়েছে যে, গাইরুল্লাহ্র (**আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন অবস্থায় বান্দার উপরও ওয়াজিব হয়ে যায় যে, সে যেন সাহায্য করে। এই প্রেক্ষিতে এমনসব ফিক্বহী মাসআলা পেশ করা হচ্ছে, যেগুলোতে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং সাহায্য প্রদান করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য প্রার্থনা করা ওয়াজিব

❋ যদি (পোষাক নেই, অবস্থা এমন যে, উলঙ্গ নামায পড়বে আর) অন্যের কাছে পোষাক থাকে, ধারণা করা যায় যে, চাইলে পাওয়া যাবে, এমতাবস্থায় চাওয়া ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়ত। ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮৫)

❋ যদি আপনার সাথীর কাছে পানি থাকে, ধারণা যদি এই হয় যে, (পানির রূপে সাহায্য) চাইলে সে দেবে, তা হলে পানি চাইবার পূর্বে তায়াম্মুম জায়েয হবে না। আর যদি না চাওয়া হয়, আর তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়, নামাযের পরে চাইল, সে দিয়েও দিল, অথবা চাওয়ার আগেই সে দিয়ে দিল, তা হলে ওযু করে পুনরায় নামায পড়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি চাওয়ার পর না দিয়ে থাকে, তা হলে নামায হয়ে গেছে। সে যদি পরেও না চেয়ে থাকে, যাতে করে সে কি দেবে না কি দেবে না তা জানা যেত, আর সে নিজেও দেয় নি, তা হলে নামায হয়ে গেছে। আর যদি দেওয়ার ধারণা বেশি নয়, তাই তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিয়েছে, সে ক্ষেত্রেও একই অবস্থা যে, পরে পানি যদি দিয়ে দেয়, তা হলে ওযু করে নামায পুনরায় পড়ে দেবে, অন্যথায় নামায হয়ে গেছে।

(বাহারে শরীয়ত। ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৮)

যেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করা ওয়াজিব

{১}কোন বিপদগ্রস্থ লোক আবেদন করছে, নামাযী লোককে আহ্বান করছে, সাধারণত: কোন মানুষকে আহ্বান করছে, কেউ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, কেউ পানিতে ডুবে যাচ্ছে, কোন অন্ধ পথিক কূপে পড়তে যাচ্ছে, এসব অবস্থায় (নামায) ভেঙ্গে দেওয়া ওয়াজিব। যদি নামাযী লোকটি তাদের বাঁচাবার ক্ষমতা বা শক্তি রাখে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৬৩৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

{২}মাতা-পিতা, দাদা-দাদী ইত্যাদি বংশের কেউ কেবল আহ্বান করলেই নামায ভঙ্গ করা জায়েয নাই। অবশ্য তাদের আহ্বানও যদি কোন বড় ধরনের বিপদের কারণে হয়ে থাকে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলে নামায ভেঙ্গে দেবে (এবং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে)। এ বিধান হল ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে। নামায যদি নফল হয়ে থাকে, আর আহ্বানকারীও জানে যে, সে নামায পড়ছে, তা হলে তাদের সাধারণ আহ্বানেই নামায ভেঙ্গে দেবে। আর যদি তার নফল নামায পড়া সম্বন্ধে তার ধারণা না থাকে, আহ্বান করেছে, তা হলে নামায ভেঙ্গে দেবে এবং জবাব দেবে। যদিও মামুলিভাবেই আহ্বান করে থাকে। (বাহারে শরীয়ত। ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬৩৮)

{৩}কেউ শুয়ে আছে কিংবা নামায পড়তে ভুলে গেছে, এমতাবস্থায় যার জানা আছে তার উপর ওয়াজিব যে, (তাকে এভাবে সাহায্য করা যে,) শোয়া থেকে জাগিয়ে দেবে। আর ভুলে থাকা লোকটিকে মনে করিয়ে দেবে। (বাহারে শরীয়ত। ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৭০১)

{৪}ভুলে কেউ খেয়ে নিল কিংবা পান করে ফেলল বা সংগম করল, তাতে রোজা ভাঙ্গবে না। চাই সেই রোজাটি ফরজ হয়ে থাকুক বা নফল। আর রোজার নিয়্যত করার পূর্বে এসব পাওয়া গেল কিংবা পরে পাওয়া গেল, কিন্তু তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার পরও যদি মনে এল না যে, সে রোজাদার, তা হলে এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। শর্ত হল যে, মনে করিয়ে দেওয়ার পরেই যদি সে ওসব কাজ করে থাকে। কিন্তু এমতাবস্থায় কাফ্ফারা দিতে হবে না।

{৫}কোন রোজাদারকে এসব কাজে দেখা গেল, তা হলে মনে করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। (তাকে এভাবে সাহায্য করা হল না, অর্থাৎ) মনে করিয়ে দিল না, তা হলে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু সেই

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দুরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

রোজাদারটি যদি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে যে, মনে করিয়ে দিলে সে পানাহার বন্ধ করে দেবে। আর দুর্বলতা এতই বেড়ে যাবে যে, রোজা রাখাই সম্ভব হবে না, আর খেয়ে নেবে এবং রোজাও ভালমত পূর্ণ করে নেবে। অন্যান্য এবাদতগুলোও ভাল ভাবে পালন করবে। তা হলে এমতাবস্থায় মনে করিয়ে না দেওয়া উত্তম। (বাহারে শরীয়ত। ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৯৮)

{৬}কোন ব্যক্তি যদি (কুরআন শরীফ) ভুল তেলাওয়াত করে, তা হলে শ্রোতার উপর শুদ্ধ করে দেওয়া ওয়াজিব। শর্ত হল শুদ্ধ করে দেওয়ার কারণে যদি হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। অনুরূপ যদি কারো কুরআন শরীফ ধার স্বরূপ নিয়ে থাকে, তাতে যদি মুদ্রণগত ভুল দেখতে পায়, তা হলে তা ঠিক করে দেওয়া (কারণ, এটিও একটি সাহায্য) ওয়াজিব হবে। (বাহারে শরীয়ত। ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫)

হে ইন্তেজামে দুনিয়া ইমদাদে বাহামি ছে,
আ জায়েগি খারাবি ইমদাদ কি কমি সে।

প্রশ্ন (১৬): পবিত্র কুরআনে রয়েছে: وَلَا تَدۡعُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “**আল্লাহ্** ব্যতীত তাদের আহ্বান করিও না।”(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ১০৬) বুঝা গেল যে, **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করা জায়েয নেই।

উত্তর : উক্ত আয়াতটিতে مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ (**আল্লাহ্** ব্যতীত) অন্য কাউকে আহ্বান করাকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হল মূর্তি। আর আহ্বান করার অর্থ হল ইবাদত।

(তাফসীর তাবারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬১৮)

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ উপর্যুক্ত আয়াতাংশের অনুবাদ করছেন এভাবে: আর তোমরা **আল্লাহ্** ব্যতীত আর কারো বন্দেগী

করবে না। অপর আয়াত এর সহায়ক অর্থ প্রদান করছে। যেমন: **আল্লাহ** তাআলা ইরশাদ করেন: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**</u> : “আর **আল্লাহ্**র সাথে অপর খোদাদের পূজা করবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই।”

(পারা: ২০, সুরা ক্বাসাস্, আয়াত-৮৮)

বুঝা গেল যে, গাইরুল্লাহ্কে খোদা মনে করে আহ্বান করা শিরক। কেননা, এ হল গাইরুল্লাহরই ইবাদত। (বিশদ ভাবে জানার জন্য হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কিতাব ‘ইলমুল কুরআন’ অধ্যয়ন করুন)

আল্লাহ্ কি আতা ছে হেঁ মোস্তাফা মদদ্গার,
হেঁ আম্বিয়া মদদ পর হেঁ আউলিয়া মদদগার।

প্রশ্ন (১৭): মুশরিকরা মূর্তিদের আর আপনারা নবী-ওলীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকেন। উভয় কি শিরকের দিক থেকে সমান হল না?

উত্তর : **আল্লাহ**র পানাহ! বিষয় দুইটি কখনও এক নয়। মুশরিকদের আকীদা হল **আল্লাহ** মূর্তিদেরকে ইলা্হ হওয়ার যোগ্যতা দান করে দিয়েছেন (অর্থাৎ মাবুদ বানিয়ে দিয়েছেন)। তাছাড়া তারা মূর্তি ইত্যাদিকে তাদের ওসীলা বা সুপারিশকারী বলে ধারণা করে। মূলত: মূর্তিরা তা নয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা মুসলমানেরা কোন নৈকট্যশীল থেকে নৈকট্যশীলদের এমনকি **মদিনার তাজেদার নবী করিম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও ইলাহ্ বলি না। আমরা নবী-ওলীদেরকে তো **আল্লাহ্**র বান্দা এবং সম্মানের দিক থেকে **আল্লাহ্**রই অভিপ্রায় ও পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে আমাদের জন্য ওসীলা, হাজত্-রওয়া ও মুশকিল কোশা বলেই মানি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

মূর্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক

মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেছেন, মুশরিক কর্তৃক তাদের মূর্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। এটি সরাসরি শিরকই। (আর এটি শিরক হওয়া) এ কারণে যে, সেসব মূর্তিদের মাঝে খোদাঈ প্রভাব আছে বলে মনে করে এবং সেগুলোকে অলীক খোদা বলে মনে করে তারা সাহায্য প্রার্থনা করে। আর তাই ওসবকে তারা ইলাহ্ (ইবাদতের যোগ্য) বা শুরাকা (শরিক) বলে থাকে। অর্থাৎ সেসব মূর্তিকে তারা একদিকে **আল্লাহ্**র বান্দাও জানে, অপরদিকে ‘উলুহিয়াতের’ বা ইলাহ্ হওয়ার অংশ বলেও মনে করে।

(জাআল হক, পৃষ্ঠা: ১৭১)

শিরকের সংজ্ঞা

শিরকের অর্থ হল **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে ‘ওয়াজিবুল উজুদ’ বা ইবাদতের যোগ্য বলে জানা। অর্থাৎ উলূহিয়াতে অন্যকে শরিক করা। আর এ হল কুফরের সব চাইতে নিকৃষ্টতর স্তর। এ ছাড়া আর যা যা রয়েছে, যতই জঘন্য কুফর হোক না কেন, শিরক অবশ্য নয়। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৩) আমার আকা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নত মুজাদ্দিদে দীন ও মিলাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলছেন, কোন মানুষ মূলত: কোন অর্থেই মুশরিক হয় না, যে পর্যন্ত গাইরুল্লাহ্কে মাবুদ কিংবা স্বতন্ত্র সত্তা (অর্থাৎ স্বীয় সত্তায় অমুখাপেক্ষী, যথা এমন সব আকীদা পোষণ করা যে, তার এলম মৌলিক ও সত্তীয়) এবং ওয়াজিবুল উজুদ বলে মনে না করে। (ফতাওয়ায়ে রজভীয়া। ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দুরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

"শরহে আকাঈদে" বর্ণিত আছে- শিরক **আল্লাহ** তাআলার উলুহিয়্যাতের মধ্যে কাউকে শরিক জানা। যেমন অগ্নি পুজারী আল্লাহ তাআলা ব্যতীত ওয়াজিবুল ওজুদ মানে অথবা **আল্লাহ** তাআলা ব্যতীত কাউকে ইবাদতের যোগ্য জানা। যেমন: মূর্তিদের পূজারী।

(শরহে আকাঈদে নসফীয়া, পৃষ্ঠা নং-২০১)

হে কুরবা ইছ আদায়ে দস্তগীর পর মেরে আকা
মদদ কো আগেয়ে জব বিহ পুকারা ইয়া রাসুলাল্লাহ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার চিন্তায় অস্থির

জান্নাতুল বকী, মাগফিরাত, ও বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউসে হুযুরের প্রতিবেশিত্বের ভিখারী

১২ রমযানুল মোবারক ১৪৩৩ হিজরী

5-8-2012

তওবার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, **আল্লাহর মাহবুব, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় বাণী হচ্ছে,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থাৎ "গুনাহ্ থেকে তওবাকারী এমন যে, যেমন সে কোন গুনাহই করেনি।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ-২৭৩৫, হাদীস নং-৪২৫০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কোরআনে পাক	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	দালায়েলুন নবুয়ত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে তাবারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আত তাবকাতুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে কুরতুবি	দারুল ফিকির, বৈরুত	যযউল হাসান বিন আরফাতুল আবদি	মাকতাবায়ে দারুল আকছা, কুয়েত
তাফসীরে কাবীর	দারুল ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত	মারেফফাতুস সাহাবা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে আবী সাউদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	তারিখে দামেশক	দারুল ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে বগবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আসাদুল গালেবা	দারুল ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত
তাফসীরে খাজিন	মিশর	তারিখুল খোলাফা	বাবুল মদীনা করাচী
তাফসীরে নসফী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইজালাতুল খিফা	বাবুল মদীনা করাচী
তাফসীরে জালালাঈন	বাবুল মদীনা করাচী	আশ শিফা	মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকত রেযা হিন্দ
তাফসীরে রূহুল মা'নি	দারুল ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত	আখবারুল আখইয়্যার	ফারুকি একাডেমি, গম্বট, পাকিস্থান
তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন	মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকত রেযা হিন্দ
বোখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	শাওয়াহিদুল হক	মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকত রেযা হিন্দ
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	শাওয়াহিন নবুয়্যত	মাকতাবাতুল হাকিকিয়্যা, ইস্তামবুল
তিরমীযি	দারুল ফিকির, বৈরুত	আয যুহুদুল কাবীর	মুইচাতুল কুতুবুস সাকাফিয়্যা
ইবনে মাযাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	কুতুল কুলুব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইহইয়াউল উলুম	দারু ছাদির, বৈরুত
মু'জামু কাবীর	দারুল ইহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত	রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মু'জামু আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	আল আযকার	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
মুজামু ছাগীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মিসবাহিয যুলাম	মদীনাতুল মুনাওয়ারা
মুসনাদে আবি ইয়ালা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	সরহুছ ছুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকত রেযা হিন্দ
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা	দারুল ফিকির, বৈরুত	রাহাতুল কুলুব	যিয়াউল কোরআন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মুসতাদরিক	দারুল মারেফা, বৈরুত	উয়ুনুল হিকায়াত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
হিলইয়্যাতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	সাওয়ানেহে কারবারা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মুসনাদুল ফিরদাউস	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	জা’আল হক	নাঈমী কুতুবখানা, গুজরাট
জামেউল উছুল ফি আহাদিছুর রাসুল	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কারামাতে সাহাবা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
আল জামেউছ ছগীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কছিদায়ে নুমানিয়্যা মা’আল খায়রাতুল খিসান	মাকতাবাতুল হাকিকিয়্যা, ইস্তামবুল
মুসনাদুশ শাহাব	মুইছাতুর রিসালা, বৈরুত	জাওয়াহিরি হামসা	বাবুল মদীনা করাচী
ফতহুল বারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফাতওয়ায়ে রমলী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ফাতাওয়ায়ে রজবীয়্যা	রেযা ফাউন্ডেশন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
আশআতুল লুমআত	কোয়েটা	মলফুযাতে আ’লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মিরআতুল মানাজিহ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া লাহোর	বাহারে শরীয়ত	প্রাগুক্ত
আল হিরজুস সামীন	মাখতুতা	ওসাইলে বখশিশ	প্রাগুক্ত

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মাদীনা** জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর **সুন্নাতে ভরা ইজতিমা**য় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে **মাদানী কাফিলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মাদীনা**র মাধ্যমে **মাদানী ইন্‌আমাতে**র রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন্‌আমাতে**র উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য **মাদানী কাফিলা**তে সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাঃ-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাঃ-০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাঃ-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net

প্রকাশনায় ঃ মাকতাবাতুল মাদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী